

GILLETTE & L'ORÉAL, WOMEN USA VOL. VI

South Dakota • Tennessee • Texas • Utah • Vermont
Virginia • Washington • West Virginia
Wisconsin • Wyoming



FERDINANDO FREGA

GILLETTE & L'ORÉAL, WOMEN USA — VOL. VI

L'ORÉAL THROUGH GILLETTE · 20

সাউথ ডাকোটা, টেনেসি, টেক্সাস, ইউটা, ভারমন্ট, ভার্জিনিয়া,
ওয়াশিংটন, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, উইসকনসিন, ওয়াইওমিং।
আমেরিকা পারাপারের শেষ পর্ব, আর সেই সুর, যা সিরিজটা শেষ
করে।

শূন্য অধ্যায় — সব খণ্ডের এক সূচনা

এই সূচনা-অধ্যায়টি *Women of the United States*-এর ছয়টি খণ্ডেই
এক। এখানে তা পুরোটাই দেওয়া হল, আর গুটিয়ে রাখা হল, যাতে
সিরিজটি পুনরাবৃত্তি ছাড়াই পরপর পড়া যায়।

শূন্য অধ্যায়

এখানে পৃথিবী কোনো ভূখণ্ড নয়: এক সীমা। উত্তর মেরু স্বাগত জানায়
না, ক্ষমা করে না, ভুলের কোনো জায়গা রাখে না। সাদা এখানে রাজত্ব
করে এক নিরঙ্কুশ সত্তা হয়ে — নীরব, স্মৃতিহীন। তাপমাত্রা এখানে
আবহাওয়ার তথ্য নয়: সে এক শিকারি। রাত চলে মাসের পর মাস,
চিন্তাকে পিষে দেয়, মানুষের আকার বিকৃত করে, তাদের ইচ্ছাশক্তি
গিলে খায়।

জনগোষ্ঠী অল্প, ছোট, বন্ধ। ইনুইট, ইউপিক, আর্কটিকের মানুষেরা বাস
করে সেখানে, যেখানে কেউ থাকতে চাইত না। এখানে প্রত্যেকটি মানুষ
দলের টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য। তুমি কাজে না লাগলে বোঝা হয়ে
যাও। আর যারা বোঝা হয়ে যায়, তারা হারিয়ে যায় নীরবতায়, বরফে,
এমন এক পরিবেশের যুক্তিতে, যা কোনো ছাড় দেয় না।

বৈজ্ঞানিক ঘাঁটিগুলো যোগ করে আরেক রকম শীত: ক্ষমতার সিঁড়ির
শীত। এখানে নারী এক বিরল উপস্থিতি, এক ব্যতিক্রম, যাকে হয় মানিয়ে

নিতে হয়, নয়তো হার মানতে হয়।

এই জায়গায় “হারিয়ে যাওয়া” বলে কোনো ধারণা নেই। আছে শুধু সাদা, যা সব মুছে দেয়।

ইনুইট ও ইউপিক নারীরা

আর্কটিকের মেয়েকে আদর দিয়ে বড় করা হয় না: তাকে তৈরি করা হয়। খুব তাড়াতাড়ি সে শেখে শীত, অন্ধকার আর খিদে সহ্য করতে। তাকে গোষ্ঠীর কাজে লাগতে হবে, কারণ এখানে পরিচয় ব্যক্তিগত নয়। তা কার্যকরী। পরিবার আর সমাজের ভার বয় নারী: খাবার, আগুন, সন্তান, চামড়া, সেবা। অধিকারের কথা কেউ বলে না। ভঙ্গুরতার কথা কেউ বলে না। বিষণ্ণতা আছে, কিন্তু তার কোনো নাম নেই। হিংসা আছে, কিন্তু তার কোনো সাক্ষী নেই।

বৈজ্ঞানিক ঘাঁটির নারী

শিক্ষিত, দক্ষ, শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত। সে আসে গবেষক, প্রযুক্তিবিদ, ডাক্তার হয়ে। খুব তাড়াতাড়ি সে আবিষ্কার করে যে উত্তর মেরু কোনো ডিগ্রি চেনে না। এখানে গোনা হয় শুধু মনের কাঠিন্য। পুরুষের ক্ষমতার সিঁড়ি তার ওপর চেপে বসে, আর দুর্বলতার যে-কোনো চিহ্নকে দুর্বলতা বলেই ধরা হয়। এ এমন এক পরিবেশ, যেখানে শক্তি যথেষ্ট নয়: চাই চরম আত্মসংযম।

পশ্চিমের “বহিরাগত” নারী

স্বাধীনতায় বড় হয়েছে, আসে এই বিশ্বাস নিয়ে যে সে শীতকে জয় করতে পারবে। কিন্তু জায়গাটা তাকে ভেঙে দেয়: একাকিত্ব, ছোট ছোট ঘর, অন্তহীন নীরবতা। ঘাঁটিগুলো সমাজ নয়, যন্ত্র। আর পুরুষের নকশা করা এক যন্ত্রের ভেতরে নারীকে লড়তে হয়, যাতে সে হারিয়ে না যায়।

পৃথিবীর কিনারায় যাত্রা

আমার প্রতিবেশী আন্তোনিও, সবাই যাকে নিনো বলে ডাকে, বছরের পর বছর ধরে নর্থ কেপের কথা বলত, মাঝরাতের সূর্যের কথা, অন্ধকারহীন মাসগুলোর কথা। স্বপ্নটা সে পকেটে রেখে দিয়েছিল, অসম্ভব কিছুর

মতো। মে মাসের এক সকালে আমি তার দরজার ঘণ্টি বাজালাম আর শুধু এটুকু বললাম: “সুটকেস গোছাও। এক ঘণ্টা পরে আসছি। 30 দিন পরে ফিরব।” সে অবাক হয়ে, খুশি হয়ে আমার দিকে তাকাল। তার স্ত্রী চিন্তিত মুখে জানতে চাইলেন, আমাদের পরিকল্পনা কী। “একটা স্বপ্নের পেছনে ছোটা,” আমি উত্তর দিলাম।

আমরা গাড়িতে উঠলাম। আমাদের স্ত্রীরা এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন, যেন আমরা পাগল। কিন্তু এই যাত্রা ছিল সত্যি। নিনোর মাথায় তখনই প্রশ্নের পাহাড়। “কোথায় যাচ্ছি? কত টাকা নেব?” “নিশ্চিত থাকো,” আমি বললাম। “54 ঘণ্টায় পৌঁছে যাব। মাত্র 5,000 কিলোমিটার। আমরা নতুন Range Rover-এ। যাত্রাটা উপভোগ করো।”

প্রতি 300 কিলোমিটারে আমাকে থামতে হত: সে আমার চেয়ে বারো বছরের বড়, তার নিজের ছন্দ। আমার ছিল জল আর পানীয়; তার ছিল কফি আর শরীরের প্রয়োজন। আর যত এগোলাম, সে তত তার জীবনের কথা বলল। এমন সব কথা, যা ওই অন্তহীন রাস্তা না থাকলে আমি কোনোদিন জানতে পারতাম না।

গাড়িতে একা দুজন পুরুষ, সারাক্ষণ মেয়েদের কথা। সে জীবনে শুধু তার স্ত্রীকেই চিনেছে। আমি হাসলাম। তাকে আশ্বস্ত করলাম: “আমরাও তো একই রকম।”

সে জিজ্ঞেস করল, 60 ঘণ্টা গাড়ি চালিয়েও আমি মাথা ঠিক রাখি কী করে। আমি তাকে রাশিয়ার কথা বললাম — 22 বছর বয়সে এমন এক নারীর সঙ্গে দেখা করতে 51 ঘণ্টা গাড়ি চালিয়েছিলাম, যাকে আগে কখনও দেখিনি। “দূরত্ব কোনো সীমা নয়,” আমি তাকে বললাম, “ওগুলো অজুহাত। আমার কখনও কোনো অজুহাত ছিল না।”

সাদার মধ্যে পৌঁছানো

আমরা নরওয়েতে ঢুকলাম। রাস্তার ধারে একটা হোস্টেল। গাড়িটা সেখানে রেখে আমরা স্নেজে এগোব।

গাইড ছিল আপাদমস্তক ঢাকা, দুর্ভেদ্য। চশমা খুলতেই দেখলাম, সে এক নারী। এক নরওয়েজীয় নারী — নীরব, সোজাসাপটা, হিমশীতল।

নিনো স্লেজের মাঝখানে, সে সামনে, আর আমি আমার 190 সেমি নিয়ে পেছনে, সবার শেষে।

তখনও দিনের আলো। ঘড়ি সময় দেখাচ্ছিল, কিন্তু বলছিল না রাত না সকাল। এ ছিল মাঝরাতের সূর্য। আমরা নর্থ কেপে পৌঁছে গিয়েছিলাম।

নিনো কেঁদে ফেলল। আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি হাসতে হাসতে বললাম, “সাবধান... লোকে ভাববে আমরা গে।” আমরা হাসলাম, কিন্তু আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম পৃথিবীর কিনারায়।

তারপর এল তুষারশীত: -52°C ।

আসল আর্কটিকে প্রবেশ

পোশাক বদলাতে ওরা আমাদের একটা ধাতুর কনটেইনারে নিয়ে গেল। ভীষণ ভারী, প্যাড-দেওয়া সুট, জটিল সব জিপে আটকানো।

গাইডের টাকা আমি দিলাম। নিনোকে রাখা হল একটা ইগলুতে কয়েকজন পুরুষের সঙ্গে; আমাকে আরেকটায় এক পরিবারের সঙ্গে: এক বৃদ্ধ, বয়স 70 থেকে 80-র মধ্যে, আর তিনজন নারী, 30 থেকে 50-এর মধ্যে।

সে ছিল এক বন্ধ জগৎ। সরল। নির্মম।

পুরুষটি একপাশে সরে থাকত। নারীরা কাজের ছন্দ ধরে রাখত। আর বাথরুম ছিল ইগলু থেকে পাঁচ মিটার দূরের একটা টিবি: মাটিতে পড়ার আগেই গু জমে যেত। আমার প্রথম পেছাপ হয়ে গেল এক হলুদ আর্কটিক তারা। উত্তর আমাকে এভাবেই অভিবাদন জানাল।

মাঝবয়সি নারী, মাগি, অল্প ইংরেজি জানত। বাকিটা ইশারা, চোখ, হাত। শীতের ভাষা।

সুটটা কীভাবে পরতে হয় আমি যখন ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, সে কিছু না ভেবেই আমার দুই উরুর মাঝখানে ছুঁয়ে একটা লুকোনো জিপ দেখিয়ে দিল। তাতে কোনো কুমতলব ছিল না, কোনো লজ্জা ছিল না: শুধু কাজ। টিকে থাকা।

ইগলুতে তিন দিন

ওরা খাবার আনল। ধোঁয়ায় শুকোনো মাছ, কাঁচা মাছ, কডের যকুৎ, তিমির পেট। আর হাওরের বল। বেছে নেওয়ার কিছু ছিল না। বিকল্প ছিল না। প্রকৃতি যা দেয়, তাই।

তারপর আমি পান করলাম: একটা লাল তরল। ভেবেছিলাম ওয়াইন। সেটা ছিল ছাঁকা, ফোটানো, মিষ্টি করা তিমির রক্ত। আমি খেয়ে নিলাম। আমার শরীরে এমন এক শক্তি এল, যা আগে কখনও টের পাইনি। এক আদিম শক্তি। ভাবলাম কোকেন। না। ওটা ছিল উত্তর, শরীরের ভেতরে ঢুকছে।

নারীরা আমাকে লক্ষ্য করছিল। বৃদ্ধ শিকারে বেরিয়ে গেল। আমি বিশ্রাম নিলাম আর রক্ত খেলাম। তিন দিন — ফোন নেই, ইন্টারনেট নেই, কম্পিউটার নেই, নিনো নেই। শুধু আমি আর ওরা।

রাত বলে কিছু ছিল না। শুধু আলো, আগুন, বরফ আর নিঃশ্বাস।

তিন নারী ঘুমোতে শুয়ে পড়ল। আমি জায়গা খুঁজছিলাম। সবচেয়ে ছোটজন হাত তুলে আমাকে কাছে আসতে ইশারা করল। ওরা হো হো করে হেসে উঠল। আমি বুঝলাম না। ওরা বলল, আমি ওদের “ক্রিসমাস”।

বলার একটা ধরন — আমাকে মেনে নেওয়া হয়েছে।

ধন্যবাদ জানাতে ওদের কিছু টাকা দিতে চাইলাম। ওরা নিল না। ওরা শুধু একটা আলিঙ্গন চাইল। আর কালাব্রীয় ভাষায় কয়েকটা কথা, যাতে আরও কাছে মনে হয়।

সেখানেই বুঝলাম সত্যিকারের উপহারের দাম: যা কেনা যায় না, বেচা যায় না।

গাইডের বিদায়

তিন দিন পরে গাইড এল। তিন নারীর সঙ্গে সে এক ঘণ্টা কথা বলল। আমি বাইরে ছিলাম। ওরা কী বলছিল, বুঝিনি। সেটা আমার ব্যাপার ছিল না। সেটা ওদের ভাষা, ওদের জগৎ, ওদের আইন।

কনটেইনারে, আমি যখন পোশাক খুলছিলাম, গাইড ভেতরে ঢুকল।
কৌতূহলী। সোজাসাপটা। উত্তরে। সে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।
চুমু খেল। তার চামড়া দুধের মতো সাদা। তার চোখ আগস্টের আকাশের
মতো নীল।

সে আমাকে বলল তাকে নিয়ে যেতে। ওই জগৎ থেকে বেরোতে সে যা
খুশি তাই করত।

আমি সম্মান রেখে হাসলাম। আমি পারতাম না। আমার উচিতও ছিল না।

তার কাছে রেখে এলাম শুধু একটা প্রতিশ্রুতি: “কিছু দরকার হলে
আমাকে একটা চিঠি লিখো। আমি তোমাকে সাহায্য করব।” টাকাও সে
ফিরিয়ে দিল। সে ছিল এক সুন্দরী নারী, কিন্তু একা। এমন এক একাকিত্ব,
যা দূর থেকে দেখা যায় না। এমন এক একাকিত্ব, যাকে শীত ক্ষমা করে
না।

ঘরে ফেরা

আমরা নিনোকে আনতে গেলাম। সে আনন্দে আত্মহারা। ফিরতে
চাইছিল না। কিন্তু তার স্ত্রীর সঙ্গে আমার একটা কথা দেওয়া ছিল।

সে সবাইকে তার তিন দিনের গল্প শোনাল। আমি চুপ করে রইলাম।
পুরুষটির সঙ্গে আমি কিছুই ভাগ করিনি। শুধু কাগজের সঙ্গে।

আর এভাবে, নিনো যখন তার জগতে ফিরছিল, আমি তখনই চলেছি
আরেকটার দিকে। আরেক গন্তব্য। আরেক সাক্ষাৎ।

স্বাগতম।

উপসংহার-কথা

উত্তর তোমাকে কেড়ে নেয় না: তোমাকে বদলে দেয়। আর কখনও

তোমাকে আস্ত ফিরিয়ে দেয় না। পুরুষেরা উত্তর মেরুতে আসে আলো,
নীরবতা, ছবি, স্বপ্নের খোঁজে। নারীরা থেকে যায় টিকে থাকার জন্য।

পুরুষেরা বলে কী দেখেছে। নারীরা চুপ করে থাকে, কী সয়েছে তা নিয়ে।
পুরুষেরা ফিরে যায়। নারীরা থেকে যায়। থেকে যায় শীতে, বরফের ঘরে,
না-শোনা নীরবতায়। থেকে যায় এমন সমাজকে ধরে রাখতে, যা তাদের
সম্মান জানায় না। থেকে যায় শিশু, বৃদ্ধ, অচেনা মানুষকে রক্ষা করতে।
থেকে যায় অদৃশ্য হয়ে।

সেখান থেকে আমি নিয়ে এসেছি শুধু একটা স্মৃতি: এক সুন্দরী,
অবিশ্বাস্য রকম সুন্দরী নারী, কিন্তু একা। রোমান্টিক অর্থে নয়। মানবিক
অর্থে। করুণ অর্থে।

ভাবনা

উত্তর শরীরকে মারে না। মারে উপস্থিতিকে। আর যা থাকে, তা সাদা:
এমন এক জায়গা, যেখানে নারীরা একই সঙ্গে বাঁচে আর হারিয়ে যায়।

এই জন্যই আমি লিখি। কারণ চরম জায়গাগুলো নিজেদের গল্প নিজেরা
বলে না। আর যারা সেগুলোর ভেতর দিয়ে যায়, চুপ করে থাকার
বিলাসিতা তাদের সাজে না।

আমি নই। আমি নই। আমার মাটি আমাকে জন্ম দিয়েছে, আর বাকি
পৃথিবী আমাকে স্বাগত জানায় অতিথি হিসেবে নয়, পরিবারের একজন
হিসেবে।

উত্তরের নিরঙ্কুশ সাদা থেকে আমি নেমে এলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের
নিরঙ্কুশ বিশৃঙ্খলায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

অসম্ভব দায়িত্ব

আঠারো বছর একটা আমেরিকান কোম্পানিতে কাজ করলে তুমি এমন
কিছু পাও, যা পৃথিবীর আর কোনো কোম্পানি দিতে পারে না: এক
কাজের সংস্কৃতি, নিয়মকানুন, একটা স্পষ্ট লক্ষ্য, আর এমন এক
মূল্যবোধের ব্যবস্থা, যা তত্ত্ব নয় — রোজকার অভ্যাস। ওরা তোমাকে

সেগুলো বুঝিয়ে বলে না; তোমার ভেতরে গড়ে দেয়। আর তা করে তোমার অনুমতি না নিয়েই।

আমি তখন নিউ ইয়র্কের অফিসে, যখন আমাকে এমন এক কাজের প্রস্তাব দেওয়া হল, যা কখনও কল্পনাও করিনি। পদোন্নতি নয়। বদলি নয়। একটা পরীক্ষা।

এক গোপন কর্মসূচি, তৈরি হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে মানুষের সম্পর্কের একটা মডেল যাচাই করতে। ওরা ম্যানেজার, মনোবিদ বা প্রশিক্ষক বাছেন। বেছেছিল বাস্তব জগতের এক বিশেষ রকম অভিজ্ঞতা আছে, এমন মানুষ। আর আমার নাম উঠে এল — যদিও আমি আঠারো বছর বিক্রিতে ছিলাম। ওরা পদ দেখছিল না: দেখছিল মন।

পরীক্ষাটা বোঝানো সহজ, শেষ করা ভয়ানক কঠিন:

এক বছরে আমেরিকার 50টি রাজ্য ঘোরা, শহর নিজে বেছে নেওয়া, আর প্রতিটিতে অন্তত এক সপ্তাহ থাকা।

শেষ দু সপ্তাহ হবে বাধ্যতামূলক ছুটি। সব খরচ ওদের। আমাকে শুধু বাঁচতে হবে, দেখতে হবে, বুঝতে হবে, আর প্রতি সোমবার একটা রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এক মানবিক, শুকনো, নিখুঁত বিবরণ।

আমি চুক্তিতে সই করলাম। বাড়িতে জানালাম। ওরা কিছু জিজ্ঞেস করল না। শুধু জানতে চাইল মাসের রসদ এসে পৌঁছেছে কি না। আমি এক বছরের আমেরিকার মুখোমুখি হতে চলেছি। ওরা, বরাবরের মতো, পরের মাসের মুখোমুখি।

নিরাপদে থাকতে, আমার বেতন সরাসরি জমা হত ইতালিতে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। এ ছিল ভদ্রভাবে আমাকে বলার একটা উপায়: “বোকামি কোরো না। যা আছে তাই দিয়ে চলো। দেখি তুমি আসলে কে।”

পনেরো বছর পরে তবেই আমি হাতে পেলাম আমার আসল রিপোর্টগুলো, বিশ্লেষণগুলো, আর আমার সম্পর্কে ওদের জোগাড় করা সব কাগজ। এই বইয়ের জন্ম সেখান থেকে। প্রকাশের অনুমতি পেলাম একটাই শর্তে: যে কোম্পানি এঁটা করিয়েছিল, তার নাম কখনও বলা যাবে না।

তাতে কিছু যায় আসে না। এই গল্প লোগোর গল্প নয়। এ এক মানুষের গল্প, এমন এক দেশে, যাকে নিজে না দেখে বোঝা অসম্ভব।

সবচেয়ে দূরের বিন্দু থেকে শুরু করব?

যুক্তিসংগত পছন্দ ছিল প্রান্ত থেকে শুরু করা, কেন্দ্র থেকে নয়। দুটো সহজ কারণে:

1. আমি পরীক্ষা থেকে সদ্য বেরিয়েছি: মাথা পরিষ্কার, মনোযোগ সর্বোচ্চ।

2. চরম জায়গা থেকে শুরু করলে পথ শুধরে নিয়ে যাত্রাটা পরিচ্ছন্নভাবে শেষ করতে পারব।

বস্টন বা শিকাগো থেকে শুরু করার দরকার ছিল না। শুরু করতে হবে একটা সীমান্ত থেকে। এমন জায়গা থেকে, যা কেবল কাগজে-কলমে আমেরিকা।

বেছে নিলাম জুনো, আলাস্কার রাজধানী। বিচ্ছিন্ন। পৌঁছানো যায় শুধু নৌকা বা প্লেনে। এমন এক শহর, যা কারও নয়। শুরু করার নিখুঁত জায়গা।

সম্পদের সেরা ব্যবহার

রওনা হওয়ার আগে আমি তাই করলাম, যা একজন আমেরিকান সবার আগে সম্মান করে: নিজেকে গুছিয়ে নিলাম পেশাদারের মতো, পর্যটকের মতো নয়।

সবচেয়ে জনপ্রিয় তিনটি এয়ারলাইনকে ফোন করলাম, যাদের দেশের ভেতরে সবচেয়ে বড় নেটওয়ার্ক। এক ঘণ্টার কম সময়ে 60% ছাড়ে কিনে ফেললাম পঞ্চাশটি অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের একটা বুকলেট।

সময়ের সীমা নেই। দিনের সীমা নেই। কোনো বাধা নেই। শর্ত একটাই: এক বছরের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে।

হোটেল চেন, Uber ট্যাক্সি আর গাড়ি ভাড়ার কোম্পানির সঙ্গেও একই কাজ করলাম, তারপর ধাপগুলোর একটা ঠিকঠাক সূচি বানালাম —

পদ্ধতিসহ, কিন্তু সময় ছাড়া।

আমি তৈরি ছিলাম।

এ ছিল আমার প্রথম সত্যিকারের সাফল্য। প্রথম চিহ্ন যে আমি চলাফেরা করতে জানি। আমেরিকা পুরস্কার দেয় তাদের, যারা কাজ করে, তাদের নয়, যারা অপেক্ষা করে।

কোম্পানি যখন লেনদেনটা দেখল, তারা তাই করল, যা আমেরিকান সংস্কৃতি সবসময় করে: নির্ভরযোগ্যতা যাচাই।

আমি কি এক বছরের অবিরাম চলাচল সামলাতে পারব? অপ্রত্যাশিত ঘটনা, দূরত্ব, জরুরি অবস্থা সামলাতে পারব? আমি কি স্বাবলম্বী?

এই জন্য, রওনা হওয়ার আগে, আরেকটা জরুরি খুঁটিনাটি ঠিক করে নিলাম:

নিশ্চিত করলাম যে আমার ক্রেডিট কার্ডে মাসে অন্তত 100,000 ডলারের সীমা আছে।

সেটা খরচ করার জন্য ছিল না। ছিল দেখানোর জন্য যে আমরা তা সামলাতে পারি। আমেরিকানরা এভাবেই ভাবে: তোমার স্বাবলম্বিতা না থাকলে তোমার স্বাধীনতা নেই। আর স্বাধীনতা না থাকলে তোমাকে মূল্যায়ন করা যায় না।

সেই মুহূর্ত থেকে কর্মসূচিটা আর একটা দায়িত্ব রইল না। হয়ে গেল এক অভিযান।

আর এবার সত্যিই যাত্রা

আলাস্কা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ শুধু ভূগোলের হিসেবে। এ আরেক জগৎ।

এ সেই জায়গা, যেখানে নারীরা চিহ্ন না রেখে হারিয়ে যায়। যেখানে অভিযোগ কখনও গন্তব্যে পৌঁছায় না। যেখানে শহরগুলো এক বুনো মহাদেশের মাঝখানে নিছক সভ্য দ্বীপ।

জুনো ছিল আমার প্রথম পরীক্ষা: এমন এক রাজধানী, যাকে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে কোনো রাস্তা জোড়ে না। আমেরিকার এমন এক টুকরো, যাকে আমেরিকা বলে মনে হয় না।

এখানে আমি একটা জিনিস বুঝতে শুরু করলাম: যাত্রাটা ভৌগোলিক হবে না। হবে মানবিক।

ব্লক 1 (খণ্ড I)

আলাবামা – আলাস্কা – অ্যারিজোনা – আরকানসাস – ক্যালিফোর্নিয়া – কলোরাডো – কানেকটিকাট – ডেলাওয়ার – ফ্লোরিডা – জর্জিয়া

ব্লক 2 (খণ্ড II)

হাওয়াই – আইডাহো – ইলিনয় – ইন্ডিয়ানা – আইওয়া – ক্যানসাস – কেন্টাকি – লুইজিয়ানা – মেইন – মেরিল্যান্ড

ব্লক 3 (খণ্ড III)

ম্যাসাচুসেটস – মিশিগান – মিনেসোটা – মিসিসিপি – মিসৌরি – মন্টানা – নেব্রাস্কা – নেভাডা – নিউ হ্যাম্পশায়ার – নিউ জার্সি – নিউ মেক্সিকো

ব্লক 4 (খণ্ড IV)

নিউ ইয়র্ক – ওয়াশিংটন

ব্লক 5 (খণ্ড V)

নর্থ ক্যারোলাইনা – নর্থ ডাকোটা – ওহাইও – ওকলাহোমা – অরেগন – পেনসিলভেনিয়া – রোড আইল্যান্ড – সাউথ ক্যারোলাইনা

ব্লক 6 (খণ্ড VI)

সাউথ ডাকোটা – টেনেসি – টেক্সাস – ইউটা – ভারমন্ট – ভার্জিনিয়া – ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া – উইসকনসিন – ওয়াইওমিং

সাউথ ডাকোটা

সাউথ ডাকোটা বাতাস, বরফ আর দূরত্বের দেশ। এটা সেইসব জায়গার একটা, যেখানে প্রকৃতি শাসন করে আর সমাজ পেছন পেছন চলে, প্রায়ই পিছিয়ে। এটা জমি, পশুপালন, আদিবাসী রিজার্ভেশন, ছোট শহর, ঘেরা সম্প্রদায়, বড় লম্বা শীত আর তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাওয়া সুযোগের রাজ্য।

এখানে নারী বাঁচে এসবের মাঝে:

– বিশাল বিচ্ছিন্নতা – দূরের পরিষেবা – চরম আবহাওয়া – ভারী পারিবারিক ভূমিকা – নামমাত্র কাজ – পিষে ফেলা আদিবাসী সম্প্রদায় – লুকোনো গ্রামীণ দারিদ্র্য

সাউথ ডাকোটা খারাপ নয়। এটা নির্মমভাবে বাস্তব। আর বাস্তবতার মধ্যে নারীকে ধরে নেওয়া হয় স্বাভাবিক বলে।

লাকোটা আদিবাসী রিজার্ভেশনের নারী – 38

বছর

পাইন রিজ একটা খোলা ক্ষত। চরম দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ভঙ্গুর স্কুল, আসক্তি আর না-সারা ঐতিহাসিক আঘাত।

আলানা, 38, চার সন্তানের মা, ওগলালা লাকোটা জাতির মানুষ। সে একটা ছোট স্কুলে কাজ করে। তার দিন মানে পরিবার, কাজ, সম্প্রদায় আর লাগাতার জরুরি অবস্থার মধ্যে ভারসাম্যের খেলা।

অনেক পরিষেবার অস্তিত্বই নেই। অনেক সাহায্য এসে পৌঁছায় না। অনেক মানুষ বাঁচে প্রাচীন যন্ত্রণা আর টলমলে বর্তমান নিয়ে।

তার অনুপস্থিতি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক:

রাষ্ট্র রিজার্ভেশন বানিয়েছিল একটা জনগোষ্ঠীকে আটকে রাখতে, তাকে সহায়তা দিতে নয়।

আর লাকোটা নারী বয়ে বেড়ায় এমন এক বোঝা, যা তার হওয়ার কথা নয়।

পূর্বাঞ্চলের কৃষক নারী – 52 বছর

রাজ্যের পূর্ব দিকে বিশাল সব খামার। অনিশ্চিত আবহাওয়া, পশু, যন্ত্রপাতি আর এমন হিসাব, যা কখনও পুরোপুরি মেলে না।

জুলি এমনই এক খামারে থাকে আর কাজ করে। সে স্বামীকে “সাহায্য” করে না: অর্ধেক কাজ সে-ই করে, তার বেশি না হলে।

– পশু সামলায় – ট্রাক্টর চালায় – হিসাব রাখে – বড় পরিবারের জন্য রান্না করে – আবহাওয়ার জরুরি অবস্থা সামলায় – জমে যাওয়া শীতের মুখোমুখি হয় – হাজারটা কাজ করে, যা কখনও খাতায় ওঠে না

তার অনুপস্থিতি সাংস্কৃতিক:

তার কাজ অপরিহার্য, কিন্তু তাকে বলা হয় “ঘরের কাজ”। ঘরের কাজ না ছাই: এটা খেতের কাজ, কঠিন আর বিরামহীন।

ছোট শহরের নারী – 44 বছর

মিডওয়েস্টের মাঝারি শহরগুলোয় জীবন শান্ত মনে হয়, কিন্তু সে এক ক্ষয়ে দেওয়া শান্তি।

ক্যারেন থাকে র‍্যাপিড সিটিতে। একটা বড় সুপারমার্কেটে ক্যাশিয়ারের কাজ করে। ন্যূনতম মজুরি, “ব্যবসার প্রয়োজনে” নমনীয় সময়, বাড়তে থাকা খরচ, বিকল্প প্রায় নেই।

তার জীবন গড়া এসব দিয়ে:

– একঘেয়ে কাজ – পাড়ি দিতে হয় লম্বা দূরত্ব – কোনো সাংস্কৃতিক কাজকর্ম নেই – বন্ধু কম, কারণ এখানে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচে – আটকে থাকার এক স্থায়ী অনুভূতি

তার অনুপস্থিতি ভৌগোলিক ও আবেগগত:

করার মতো কাজের অভাব নেই, অভাব বাকি সবকিছু।

যে নারী নতুন করে শুরু করতে এসেছিল - 31 বছর

অনেক নারী সাউথ ডাকোটার আসে নতুন করে শুরু করার মতো সাধের মধ্যে একটা জায়গা খুঁজতে। কম ভাড়া, শান্ত রাস্তা, শান্তির এক মায়া।

এমা তাদেরই একজন। সে এসেছে ওয়েস্ট কোস্ট থেকে, যেখানে জীবন বড্ড দামি ছিল। ভেবেছিল এখানে নতুন করে শুরু করবে।

তারপর সে সত্যিটা আবিষ্কার করল: – কোনো সম্প্রদায় নেই – কোনো সহায়তা নেই – নামমাত্র কাজ – বিশাল একাকিত্ব – নিংড়ে নেওয়া শীত – সবকিছু থেকে দূরত্ব।

তার অনুপস্থিতি সম্পর্কে:

সে জায়গা পেয়েছে, কিন্তু জীবন পায়নি।

উপসংহার - সাউথ ডাকোটা

সাউথ ডাকোটা প্রতিরোধের দেশ। আর নারীরাই প্রথম প্রতিরোধ করে, আর সবার শেষে স্বীকৃতি পায়।

আদিবাসী রিজার্ভেশনে, খামারে, ছোট শহরে, তার জীবন সুরক্ষা জাল ছাড়া ভারসাম্যের খেলা: একটা ভুল পা ফেললেই সব হারাতে পারে।

এটা এমন এক রাজ্য, যা নারীর হাতে বিশাল এক ভূমিকা তুলে দেয়, তারপর তাকে একা ছেড়ে দেয় তার মুখোমুখি হতে।

ভাবনা - সাউথ ডাকোটা

এখানে নারীর অনুপস্থিতি সরাসরি সামাজিক সংঘাত থেকে জন্মায় না। জন্মায় তিনটি কারণের যোগফল থেকে:

– বিশাল আর বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া ভূখণ্ড – ভারী আর অমীমাংসিত ইতিহাস – অনড় আর ধরে-নেওয়া ভূমিকা

নারীরা অদৃশ্য, কারণ তাদের লড়াইকে “স্বাভাবিক” বলে দেখা হয়। আর সমস্যাটা ঠিক সেখানেই।

এই অধ্যায় একটা বিষয় পরীক্ষার করে: সাউথ ডাকোটা এমন জায়গা নয়, যেখানে নারীরা কাজ করে না। এটা এমন জায়গা, যেখানে নারীরা সবার চেয়ে বেশি খাটে আর সবচেয়ে কম স্বীকৃতি পায়।

টেনেসি

টেনেসি সংগীত, ধুলো, পাহাড়, বাইবেল বেস্ট, খেত, আধুনিক হওয়ার জন্য লড়তে থাকা শহর আর কখনও বদলাতে না-চাওয়া এক পশ্চাদ্ভূমির রাজ্য। এটা এমন জায়গা, যেখানে নারী বাঁচে দুটো বিপরীত শক্তির মাঝে আটকে: আধুনিকতার ধাক্কা (ন্যাশভিল, মেমফিস) আর ঐতিহ্যের দেয়াল (বাকি সবকিছু)।

শহর বাড়ে। শহরতলি থেমে থাকে। ধর্ম ঢোকে রাজনীতিতে, আর রাজনীতি ঢোকে ব্যক্তিগত জীবনে। আর নারীরা নিজেদের আবিষ্কার করে আটকে পড়া অবস্থায় — পুরোনো নিয়ম, কম মজুরি, অপ্রতুল পরিষেবা আর এমন সম্প্রদায়ের মাঝে, যারা বড় বেশি চায় আর বদলে কিছুই দেয় না।

ঘুরতে আসার জন্য সুন্দর দেশ, কিন্তু থাকার জন্য জটিল।

ন্যাশভিলের নারী - 29 বছর

ন্যাশভিল কান্ট্রি মিউজিকের রাজধানী, আবার মায়ারও রাজধানী। হাজার হাজার তরুণ আসে "বড় কিছু হতে", আর শেষ হয় কম মজুরির কাজে, কঠিন রাতের জীবনে আর শেষ না হওয়া শিফটে।

জেসিকা একটা বারে ওয়েট্রেসের কাজ করে, যেখানে প্রতি রাতে উঠতি শিল্পীরা গান করে। তার শিফট মাঝরাত পেরিয়ে যায়, সে ধোঁয়া টানে, বেশি কথা বলা খদ্দেরদের দিকে চেয়ে হাসে, আর বিধ্বস্ত হয়ে বাড়ি ফেরে।

শহর কথা বলে সংগীতের। সে কথা বলে ভাড়ার।

তার অনুপস্থিতি অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক:

সে সেই ব্যবস্থার অংশ, যা স্বপ্নকে জ্বালানি জোগায়, কিন্তু স্বপ্নের নাগাল তার নেই।

মেমফিসের আফ্রিকান আমেরিকান নারী – 43

বছর

মেমফিস এক বিশাল আত্মার শহর: ব্লুজ, সোল, কৃষ্ণাঙ্গ ইতিহাস। কিন্তু এটা আমেরিকার সবচেয়ে গরিব আর সবচেয়ে অসম শহরগুলোরও একটা।

আয়েশা একটা কঠিন পাড়ার প্রাথমিক স্কুলে কাজ করে। অনেক পরিবার বাঁচে কিনারায়, আর অনেক শিশু আসে এমন ক্ষত নিয়ে, যা শুধু শিক্ষা দিয়ে সারানো যায় না।

সে সবকিছু ধরে রাখে: – ক্লাসের সমস্যা – অনুপস্থিত পরিবার – টাকার অভাব – জটিল পাড়া – পুরো দায়িত্ব।

তার অনুপস্থিতি সামাজিক ও জাতিগত:

সে সম্প্রদায়ের কেন্দ্রে, কিন্তু রাষ্ট্র তাকে দেখে শুধু স্কুল-যন্ত্রের একটা অংশ হিসেবে।

গ্রামের নারী – 50 বছর

ন্যাশভিল আর মেমফিসের বাইরে আছে আরও কঠিন এক টেনেসি: গরিব গ্রাম, ছড়ানো-ছিটানো বাড়ি, খোলে আর বন্ধ হয়ে যায় এমন দোকান, শারীরিক শ্রম, আর একমাত্র উপস্থিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গির্জা।

ব্রেন্ডা থাকে দক্ষিণ অ্যাপালাচিয়ার এক ছোট শহরে। সে সেখানেই বড় হয়েছে, তার দুই প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান, আর এক স্বামী, যে মাঝে মাঝে কাজ করে।

সে সবকিছু সামলায়: – ঘর – বুড়ো বাবা-মা – কাজকর্ম – মেরামত – একটা দোকানে মাঝে মাঝে শিফট।

তার অনুপস্থিতি ভৌগোলিক:

সে বাঁচে সুযোগের মানচিত্রের বাইরে। তার কোনো বিকল্প নেই। তার কোনো ফাঁক নেই।

বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় আটকে পড়া নারী – 37

বছর

বিমাহীন মানুষের জন্য টেনেসির স্বাস্থ্যব্যবস্থা সবচেয়ে খারাপগুলোর একটা। নাগালের বাইরের খরচ, সামান্য সহায়তা আর অনেক বেসরকারি হাসপাতাল।

মিশেল একটা ক্লিনিকে সহকারীর কাজ করে। রোজ সে দেখে এমন রোগী, যারা টাকা দিতে পারে না, এমন মানুষ, যারা চিকিৎসা পিছিয়ে দেয়, আর এমন মা, যারা আসে বড্ড দেরিতে।

কিন্তু সে-ও মাঝখানে: তার বিমা নামমাত্র, বেতন অপ্রতুল, নিজের চিকিৎসার ঋণ।

তার অনুপস্থিতি চিকিৎসাগত:

সে চিকিৎসায় কাজ করে, কিন্তু নিজের চিকিৎসার সামর্থ্য তার নেই।

উপসংহার – টেনেসি

টেনেসি এমন এক রাজ্য, যা ওপরে বদলায়, কিন্তু ভেতরে অনড় থাকে।

বড় শহরগুলো চাপিয়ে দেয় নতুন ছন্দ, গ্রামাঞ্চল চাপিয়ে দেয় পুরোনো ঐতিহ্য। মাঝখানে নারীরা সবকিছু ধরে রাখে:

– ভঙ্গুর পরিবার – অনিশ্চিত অর্থনীতি – দুর্বল শিক্ষা – নাগালের বাইরের স্বাস্থ্যসেবা – বিচার করা ধর্ম – অপ্রতুল মজুরি

সে সর্বত্র আছে, কিন্তু কেউ তাকে স্বীকার করে না।

ভাবনা – টেনেসি

এখানে নারীর অনুপস্থিতি জন্মায় দ্বিগুণ ভার থেকে: ইতিহাসের ভার আর ধর্মের ভার।

নারীরা বাঁচে প্রাচীন কর্তব্য আর আধুনিক সমস্যার মাঝে, কোনো সুরক্ষা বা ফাঁকফোকর ছাড়া।

এটা এমন এক দেশ, যেখানে নারীর সহনশক্তিকে ধরে নেওয়া হয়, যেন তা প্রাকৃতিক, অনিবার্য, স্বতঃসিদ্ধ। তা নয়।

এই অধ্যায় পরিষ্কার করে দেয় সেই কথা, যা অনেকে বলতে এড়িয়ে যায়: নারীর শক্তি তাকে তার প্রাপ্য না দেওয়ার অজুহাত নয়।

টেক্সাস

টেক্সাস সবদিক থেকে বিশাল: ভূখণ্ড, টাকা, ধর্ম, গর্ব, স্ববিরোধ। এটা সবচেয়ে ধনী রাজ্যগুলোর একটা, আবার একই সঙ্গে সবচেয়ে অসমগুলোরও একটা। পেছনে তাকানো রাজনৈতিক মানসিকতার এক অর্থনৈতিক মহাশক্তি। এমন জায়গা, যেখানে নারীকে টিকে থাকতে হয় এসবের মাঝে:

– ভারী আইনকানুন – অনড় পারিবারিক ভূমিকা – সামলানো যায় না এমন শহর – শেষ না হওয়া শহরতলি – লুকোনো গ্রামীণ দারিদ্র্য – অপরিহার্য কিন্তু উপেক্ষিত অভিবাসী সম্প্রদায় – বাড়তে থাকা খরচ – না-থাকা সুরক্ষা

বাইরে থেকে দেখলে টেক্সাস তোমাকে অবাক করে। ভেতর থেকে বাঁচলে অবাক করে না।

হিউস্টনের লাতিনা নারী – 33 বছর

হিউস্টন আমেরিকার সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় শহরগুলোর একটা। কিন্তু যারা নিচের তলায়, তাদের জন্য সবচেয়ে কঠিনগুলোরও একটা। মারিবেলের দেশ এল সালভাদর। সে একটা বয়স্ক-সেবা কেন্দ্রে কাজ

করে। শিফট হাড্ডাভাঙা, সহায়তা সামান্য, আর ট্রাফিক রোজ জীবনের ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেয়ে ফেলে।

হিউস্টন বিশাল: বিপুল দূরত্ব, অনির্ভরযোগ্য বাস, চরম আবহাওয়া। এখানে চলাফেরা করাটাই একটা কাজ।

মারিবেল পরিবারকে টাকা পাঠায়, সন্তানদের বড় করে, সবকিছু সহ্য করে।

তার অনুপস্থিতি অর্থনৈতিক ও নাগরিক:

শহর তাকে ব্যবহার করে, কিন্তু রক্ষা করে না।

তেলক্ষেত্রের শ্বেতাঙ্গ নারী – 41 বছর

তেলের শহরগুলো শুধু দেখতেই ধনী। তাদের পেছনে আছে বিধ্বংসী শিফট, দুর্ঘটনা, মাদক আর ভঙ্গুর পরিবার।

অ্যামি থাকে ওডেসায়। তার স্বামী রিগে কাজ করে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ উধাও থাকে, আর ফেরে বিধ্বস্ত বা অস্থির হয়ে।

সে সবকিছু করে: – সন্তান – ঘর – বিল – জরুরি অবস্থা – বড় পরিবার – বিশৃঙ্খলা – স্থায়ী টানাপোড়েন।

তেলের সম্পদ কখনও তার হাতে পৌঁছায় না।

তার অনুপস্থিতি শিল্পগত:

টেক্সাস তেলের জয়গান গায়, কিন্তু যারা তার মানবিক মূল্য বহন করে, তাদের নয়।

স্বাস্থ্য সুরক্ষাহীন নারী – 35

বয়স

টেক্সাসে নারীদের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে আইন অত্যন্ত কঠোর। সেবা পাওয়া কঠিন, খরচ বেশি, পরিষেবা হাতে গোনা। অনেক নারীর কাছে একমাত্র পথ হল যা আছে তা দিয়েই চালিয়ে নেওয়া।

চেলসি, 35, থাকে লাবকে। তার একটা কেরানির চাকরি আছে, কিন্তু বিমা নামমাত্র, আর প্রতিটি গুরুতর ডাক্তারি দেখানো একটা ঋণ হয়ে দাঁড়ায়।

তার দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা আছে, যা সে উপেক্ষা করে। কিছু পরীক্ষা আছে, যা সে বছরের পর বছর পিছিয়ে যাচ্ছে। রোগের চেয়ে বিলকে সে বেশি ভয় পায়।

তার অনুপস্থিতি একই সঙ্গে স্বাস্থ্যগত ও রাজনৈতিক:

রাষ্ট্র তার শরীর নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু তার চিকিৎসা করে না।

অনথিভুক্ত অভিবাসী নারী – 28 বছর

বয়স

ক্যারোলিনা থাকে সান আন্তোনিওতে। সে অফিস আর বাড়ি পরিষ্কারের কাজ করে। নগদে। সবসময় নগদে।

ভয় নিরন্তর: পুলিশের, অভিবাসন দপ্তরের, শোষক মালিকদের, বিচারপ্রবণ প্রতিবেশীদের।

তার দক্ষতা আছে, শক্তি আছে, বুদ্ধি আছে, কিন্তু কোনো অধিকার নেই। রাষ্ট্রের কাছে তার অস্তিত্বই নেই। শহরের কাছে সে অপরিহার্য।

তার অনুপস্থিতি আইনি:

টেক্সাসে অভিবাসী নারী গোটা গোটা খাত চালায়, কিন্তু কেউ তাকে স্বীকৃতি দেয় না।

উপসংহার – টেক্সাস

টেক্সাস বিশাল আর স্ববিরোধী: ধনী ও গরিব, আধুনিক ও পশ্চাৎপদ, ক্ষমতামালী ও নির্মম।

রাজ্যের ভঙ্গুর অংশটা ধরে রাখে নারীরা: – সামলানো যায় না এমন শহর – অন্তহীন ছড়িয়ে পড়া শহরতলি – তেলের প্ল্যাটফর্ম – দরিদ্র স্কুল – গাদাগাদি বাড়ি – কম মজুরি – বিধিনিষেধমূলক আইন।

সে সর্বত্র আছে, কিন্তু তাকে বাতিলযোগ্য বলে ধরা হয়।

ভাবনা – টেক্সাস

এখানে নারীদের অনুপস্থিতি জন্ম নেয় তিনটি বিশাল শক্তির মিলন থেকে: অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাজনীতি।

টেক্সাস এমন এক জায়গা, যেখানে নারীকে নিজের জোরে শক্ত হতে হয়। যেখানে পুরুষকে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় আর নারীর কাছে দাবি করা হয় প্রতিরোধ।

এটা এমন এক রাজ্য, যা নারীদের স্তম্ভ হিসেবে চায়, কিন্তু তাদের সঙ্গে আচরণ করে বদলে ফেলা যায় এমন সম্পদের মতো।

টেক্সাস নারীদের মুছে দেয় না: গিলে ফেলে।

ইউটা

ইউটা একটা প্যারাদক্স। লোকে একে নিখুঁত রাজ্য হিসেবে দেখে: বড় পরিবার, শান্ত শহর, চোখ-ধাঁধানো পাহাড়, সর্বত্র শৃঙ্খলা। এই মুখোশের আড়ালে আছে বিপুল সামাজিক চাপ, বিশেষ করে নারীদের ওপর। মরমন চার্চের প্রবল উপস্থিতি তৈরি করে অনমনীয় ভূমিকা, নির্দিষ্ট প্রত্যাশা, এমন এক নারী-আদর্শ, যাকে হতে হবে:

– মা – স্ত্রী – শিক্ষিকা – সবসময় হাসিমুখ – সবসময় হাতের নাগালে –
কখনও বিরোধে নয়

আর যারা এই ধর্মের অংশ নয়, তারাও সেই ছায়ার নিচেই বাঁচে।

ইউটা নিরাপদ, হ্যাঁ। কিন্তু যতটা মনে হয়, ততটা স্বাধীন নয়।

চাপের মধ্যে মরমন নারী – 31 বছর

এমিলি বড় হয়েছে এক রক্ষণশীল মরমন সমাজে। 22-এ বিয়ে, তিরিশের আগেই তিন সন্তান। তার জীবন চলে নির্দিষ্ট নিয়মে: সেবা, পরিবার, আনুগত্য, শৃঙ্খলা, শান্তি।

বাইরে থেকে সে নিখুঁত। ভেতরে সে নিঃশেষ।

সে অভিযোগ করতে পারে না, সাহায্য চাইতে পারে না, বলতে পারে না
যে সে ক্লান্ত। কারণ “তোমার ক্লান্ত হওয়ার কথা নয়।”

তার অনুপস্থিতি আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক:

তার অন্তর্জগতের কথা ব্যবস্থায় ভাবাই হয়নি, শুধু ভূমিকার কথা।

ধর্মের বাইরের যে নারী বাঁচে

স্রোতের বিপরীতে – 39 বছর স্যান্ড্রা মরমন নয়। সে মার্কেটিংয়ে কাজ
করে। তার এক মেয়ে আছে, সে বিবাহবিচ্ছিন্ন, আর নিজের নিয়মে
বাঁচে। ইউটায় “আলাদা” বলে গণ্য হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট।
সামাজিক সম্পর্ক কঠিন। রক্ষণশীল পরিবারগুলো তাকে কাছে টানে না,
অনেক বন্ধুত্ব ভাসা-ভাসা, আর কর্মক্ষেত্র বিচারে ভরা।

তার অনুপস্থিতি সামাজিক:

ছকের বাইরে থাকা মানে বৃত্তের বাইরে থাকা।

লাতিনা অভিবাসী নারী – 34 বছর

ইউটায় বিশাল এক লাতিনো জনগোষ্ঠী আছে, প্রায়ই অদৃশ্য। আনা কাজ
করে একটা খাদ্য প্যাকেজিং কারখানায়। বারো ঘণ্টার শিফট, ঠান্ডা
পরিবেশ, জমে যাওয়া হাত, কম মজুরি।

স্থানীয় সমাজ ভদ্র, হ্যাঁ, কিন্তু দূরের। মিশে যাওয়ার সুযোগ নামমাত্র।
পরিষেবা হাতে গোনা। বাসস্থানের খরচ প্রতি বছর বাড়ে।

আনা বাঁচে কাজ করার জন্য আর পরিবারের কাছে টাকা পাঠায়। এর
বেশি কিছু নয়।

তার অনুপস্থিতি অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক:

সে রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ, কিন্তু রাষ্ট্র তাকে স্বীকার করে না।

পাহাড়ি গ্রামের নারী - 50 বছর

ইউটার পাহাড়ি অঞ্চলে জীবন দেখতে সুন্দর, কিন্তু যাপন করা ভীষণ কঠিন।

ক্যারেন থাকে 2,000 মানুষের এক শহরে। সে একটা স্কুলে কাজ করে আর সবকিছুর জন্য মাইলের পর মাইল যায়: ডাক্তার, সুপারমার্কেট, ওষুধের দোকান।

সমাজটা বদ্ধ। একাকিত্ব নিরন্তর। শীত দীর্ঘ, ঠান্ডা আর নিঃশব্দ।

তার অনুপস্থিতি ভৌগোলিক:

জায়গা বিশাল, কিন্তু তার জীবন একটা ছোট্ট ঘর, যার কোনো বেরোনের পথ নেই।

উপসংহার - ইউটা

ইউটা এমন এক রাজ্য, যে এক নিখুঁত ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছে: পরিবার, শৃঙ্খলা, স্থিতি।

সবই সত্যি। কিন্তু সেই ভাবমূর্তির আড়ালে আছে নারীরা, যারা অনমনীয় ব্যবস্থা ধরে রাখে, ভঙ্গুর হওয়ার, বেছে নেওয়ার বা একটুখানি ফাঁকের অধিকার ছাড়াই।

ইউটা রক্ষা করে রূপটাকে, মানুষটাকে নয়।

ভাবনা - ইউটা

ইউটায় নারীদের অনুপস্থিতি সংঘাত থেকে জন্মায় না। এটা আসে কোমল নিয়ন্ত্রণ থেকে, সেই ধরনের, যা হাসিমুখে তোমাকে বলে দেয় তোমাকে কী হতে হবে।

এখানে নারীকে নিখুঁত হতে হবে। স্বাধীন নয়। নিখুঁত।

এই অধ্যায় তা খুলে দেখায়: একটা জায়গা নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন, গোছানো হয়েও তোমার দম কেড়ে নিতে পারে।

ইউটা নারীদের শান্তি দেয় না। তাদের চালনা করে। আর চালনা করা, যখন তুমি বেছে নিতে পারো না, মুছে ফেলারই আরেকটা উপায়।

ভারমন্ট

ভারমন্টে আছে বন, কাঠের বাড়ি, অন্তহীন বরফ, নিঃশব্দ পাহাড়, ছোট ছোট শহর, যেখানে সবাই সবাইকে চেনে। এটা প্রগতিশীল, শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ রাজ্য। কিন্তু একই সঙ্গে বিচ্ছিন্ন, ব্যয়বহুল, পৌঁছানো কঠিন, আর নিজের ধীর ছন্দে অনমনীয়।

নারী তিনটি আলাদা পরিস্থিতি বহন করে। – ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা –
সাধের বাইরের জীবনযাত্রার খরচ – প্রকৃত পরিষেবার অভাব

এটা এমন এক রাজ্য, যে নিজেকে “শান্ত” বলে বিক্রি করে, কিন্তু শান্তি প্রায়ই শুধু বিকল্পের অভাবের ফল।

এখানে নারী হারিয়ে যায় না কেউ তাকে মুছে দেয় বলে। সে হারিয়ে যায়, কারণ কেউ তার কাছে পৌঁছয় না।

যে নারী পাহাড়ে একা থাকে – 47

বছর বয়স

ক্লেয়ার মন্টপেলিয়ারের কাছে এক পাহাড়ের ওপর একটা বাড়িতে থাকে।
এটা রোমান্টিক একাকিত্ব নয়। এটা সত্যিকারের একাকিত্ব।

শীত: বরফ, অন্ধকার, বরফে ঢাকা রাস্তা। গ্রীষ্ম: দূরত্ব, কাছাকাছি কেউ নেই, তাৎক্ষণিক সাহায্য নেই।

সব সে নিজেই করে: – কাঠ – গাড়ি – পরিকল্পনা করে কেনাকাটা –
মেরামত – জরুরি অবস্থা।

মনে হয় স্বাধীনতা। আসলে প্রতিদিনের টিকে থাকা।

তার অনুপস্থিতি ভৌগোলিক:

পৃথিবীটা বড় দূরে।

যে নারী স্থানীয় সমবায়ে কাজ করে – 35

বছর ভারমন্ট “টেকসইতা”-র ধারণা ভালোবাসে। সমবায়, ছোট সরবরাহ-শৃঙ্খল, স্থানীয় পণ্য।

সেই ছবির আড়ালে আছে কম মজুরির শ্রম।

এমিলি একটা কৃষি সমবায়ে কাজ করে। কাজটা কঠিন, ঠান্ডা, মজুরি সামান্য। জীবনযাত্রার খরচ আকাশছোঁয়া: ভাড়া, খাবার, পেট্রোল।

গল্পটা বলে, “ভারমন্ট একটা আদর্শ।” তার কাছে ভারমন্ট এক ভঙ্গুর ভারসাম্য, যা যেকোনো মাসে ভেঙে পড়তে পারে।

তার অনুপস্থিতি অর্থনৈতিক:

রোমান্টিক দৃষ্টি তার আসল পরিশ্রম মুছে দেয়।

যে নারী কোনো সাহায্য ছাড়াই

একটা পরিবার টানে – 39 বছর সারা থাকে বার্লিংটনে। দুই সন্তান, একটা ছোট ব্যবসায় চাকরি, আর এক প্রাক্তন স্বামী, যে কখনও আছে, কখনও নেই।

ভারমন্ট প্রগতিশীল, হ্যাঁ, কিন্তু পরিষেবা ধীর, অপ্রতুল আর দূরে। স্কুলগুলো ধুঁকছে, স্বাস্থ্যসেবা ব্যয়বহুল, আর্থিক সাহায্য নামমাত্র।

প্রতিদিন এক নীরব যুদ্ধ: একা সব সামলানো, বিশাল এলাকা জুড়ে যাতায়াত, কোনো সুরক্ষা-জাল ছাড়াই জরুরি অবস্থার মুখোমুখি হওয়া।

তার অনুপস্থিতি প্রাতিষ্ঠানিক:

রাষ্ট্র সাহায্যের কথা বলে অনেক, দেয় সামান্য।

যে নারী শহর ছেড়ে পালায় আর নিজেকে বোঝায়

যে সে নতুন করে শুরু করেছে – 31 বছর অনেকে ভারমন্টে আসে শান্তির খোঁজে। নিরিবিলি বাড়ি, প্রকৃতি, আরও ধীর জীবনের ছন্দ।

অলিভিয়া এসেছে বস্টন থেকে। ভেবেছিল ভারসাম্য খুঁজে পাবে। পেল আকাশছোঁয়া দাম, বিচ্ছিন্নতা আর হাতে গোনা কাজের সুযোগ। দৃশ্য অপূর্ব। কিন্তু তোমার যদি সমাজ, গতি, সুযোগ দরকার হয়, এখানে কিছুই নেই।

তার অনুপস্থিতি মিশে যেতে না পারার:

ভারমন্ট স্বাগত জানায়, কিন্তু দরজা খোলে না।

উপসংহার – ভারমন্ট

ভারমন্ট মানে নীরবতা, পরিষ্কার বাতাস, চিন্তা। কিন্তু এটা দূরত্বও, সাধের বাইরের খরচ, মানসিক বিচ্ছিন্নতা।

নারীরা বাঁচে এমন এক রাজ্যের ফাটলে, যা শুধু তাদের জন্যই কাজ করে, যাদের আগে থেকেই অনেক কিছু আছে:

– টাকা – স্থিতি – সম্পর্ক – স্বাস্থ্য

যাদের এসব নেই, তাদের কাছে এখানে জীবন হয়ে ওঠে এক নিঃসঙ্গ খাড়া পথ।

ভাবনা – ভারমন্ট

ভারমন্টে নারীদের অনুপস্থিতি কঠোরতর রাজ্যগুলোর মতো স্পষ্ট নয়। এটা আরও সূক্ষ্ম। আরও মার্জিত। আরও লুকোনো।

এটা জন্মায় তিনটি কারণ থেকে:

– সরলতার মিথ, যা ক্লান্তিকে মুছে দেয় – শান্তির দাম, যা সবাই দিতে পারে না – মানসিক দূরত্ব, যা অসহায়দের বিচ্ছিন্ন করে

এই অধ্যায় তা বলে কোনো ছাঁকনি ছাড়া: প্রকৃতি যথেষ্ট সুরক্ষা নয়। আর নীরবতা সবসময় শান্তি নয়। কখনও কখনও তা শুধু না-শোনা।

ভার্জিনিয়া

ভার্জিনিয়া এমন এক রাজ্য, যা দুটো স্তরে বাস করে: – প্রাতিষ্ঠানিক স্তর (ওয়াশিংটন ডিসি ঢিল-ছোড়া দূরত্বে) – গ্রামীণ স্তর (অ্যাপালাচিয়া আর বঞ্চিত অঞ্চল)

এটা আমেরিকার ইতিহাসের দোলনা, কিন্তু একই সঙ্গে এমন এক জায়গা, যেখানে আধুনিক বৈষম্য সবচেয়ে স্পষ্ট: সর্বত্র সামরিক উপস্থিতি, আমলাতন্ত্র, উত্তরে কেন্দ্রীভূত সম্পদ, দক্ষিণ-পশ্চিমে দারিদ্র্য, প্রাণবন্ত কলেজ-শহর আর স্থবির শহরতলি।

এখানে নারী তিনটি ফ্রন্টের মুখোমুখি:

– প্রতিষ্ঠানের ভার – ঐতিহ্যের ভার – আঞ্চলিক পার্থক্যের ভার

রাজ্যের প্রতিটি অংশে সে অপরিহার্য উপস্থিতি, কিন্তু প্রতিটি অঞ্চল তার কাছে যে ভূমিকা দাবি করে, সে তাতেই শুষে যায়।

উত্তরের ধনী নারী – 34 বছর

উত্তর ভার্জিনিয়ায় থাকে ওয়াশিংটনের কর্মীরা: কর্মকর্তা, বিশ্লেষক, ফেডারেল কর্মচারী আর ঠিকাদার।

এলেনা কাজ করে সরকারের সঙ্গে যুক্ত একটা কোম্পানিতে। ভালো বেতন, কেরিয়ারের সম্ভাবনা, অসম্ভব জীবন।

জীবনযাত্রার খরচ অত্যন্ত বেশি: নিয়ন্ত্রণহীন ভাড়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গিলে খাওয়া যানজট, আর নিংড়ে নেওয়া কাজের সময়সূচি।

এখানে নারী গরিব নয়। সে নিঃশেষ।

তার অনুপস্থিতি পেশাগত:

কাঠামোগুলো চালু রাখতে সবাই তাকে খোঁজে, কিন্তু সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া থেকে কেউ তাকে রক্ষা করে না।

রিচমন্ডের আফ্রিকান আমেরিকান নারী – 39

বছর বয়স

রিচমন্ড এমন এক শহর, যা এখনও এক পা রেখে বাঁচে নিজের ইতিহাসে: বর্ণবিভাজন, পাড়াগুলোকে ভাগ করা অদৃশ্য রেখা, ধুঁকতে থাকা স্কুল, বিপুল বৈষম্য।

আমিনা একটা হাসপাতালে নার্সের কাজ করে। কঠিন শিফট, কঠিন রোগী, কঠিন পাড়া। প্রতিটি দিন একটা দৌড়।

রিচমন্ড নতুন করে জেগে ওঠা এক শহর, কিন্তু সেই জাগরণ সবসময় আগে আসে শ্বেতাঙ্গ এলাকায়।

তার অনুপস্থিতি বর্ণগত ও সামাজিক:

সে ব্যবস্থার স্তম্ভ, তবু অগ্রাধিকারের তালিকায় সবার নিচে থেকে যায়।

অ্যাপালাচিয়ার গ্রামীণ নারী – 50 বছর

শহরের বাইরে ভার্জিনিয়া পুরো বদলে যায়। ফাঁকা রাস্তা, পাহাড়, ছড়ানো-ছিটোনো বাড়ি, শিকড় গেড়ে বসা দারিদ্র্য।

লিন্ডা থাকে ওয়াইজ কাউন্টির কাছে। সে একটা দোকানে কাজ করে, অসুস্থ মায়ের দেখাশোনা করে, সংসার সামলায়। কাছাকাছি কোনো স্বাস্থ্যসেবা নেই, গণপরিবহন নেই, অর্থনীতি নেই।

তার জীবন পুরোটাই তার কাঁধে। সমাজটা ছোট, কিন্তু সবাইকে ধরে রাখার মতো শক্ত নয়।

তার অনুপস্থিতি ভৌগোলিক ও কাঠামোগত:

সে বাঁচে সেখানে, যেখানে রাষ্ট্র পৌঁছতে পারে না।

শার্লটসভিলের নারী – 28 বছর

শার্লটসভিল এক বিশ্ববিদ্যালয়-শহর, তরুণ, বুদ্ধিজীবী, প্রগতিশীল। কাগজে-কলমে নিখুঁত।

বাস্তবে, না।

মায়া কাজ করে ক্যাম্পাসের কাছে একটা ক্যাফেতে। চড়া ভাড়া, কম মজুরি, বিশৃঙ্খল ছাত্রজীবন, শূন্য স্থিতি।

এখানে সংস্কৃতি সমৃদ্ধ, কিন্তু জীবন নয়।

তার অনুপস্থিতি অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক:

সে শহরের অংশ, কিন্তু শহরের সমৃদ্ধির অংশ নয়।

উপসংহার – ভার্জিনিয়া

ভার্জিনিয়া এমন সব পরিচয়ের জোড়াতালি, যারা একে অন্যের সঙ্গে জোড়া লাগে না। ওপরে চরম সম্পদ, নিচে চরম দারিদ্র্য। একদিকে আধুনিক শহর, অন্যদিকে ভুলে যাওয়া অ্যাপালাচিয়া।

এই মোজাইকের প্রতিটি টুকরোয় নারীরা বাঁচে, কিন্তু কেউ সত্যিই তাদের নায়িকা বলে মনে করে না।

দরকার হলে সে চলমান, রাষ্ট্রের সুবিধা হলে স্থির, আর সবসময় কাজের।

ভাবনা – ভার্জিনিয়া

এখানে নারীদের অনুপস্থিতি জন্মায় ভেতরের বিভাজন থেকে: বিভক্ত ভূখণ্ড, ভারী ইতিহাস, ভারসাম্যহীন অর্থনীতি।

নারীরাই সেই আঠা, যা সবকিছু জুড়ে রাখে, কিন্তু রাজ্য তাদের দেখে দৃশ্যপটের অংশ হিসেবে, সমাজের চালিকাশক্তি হিসেবে নয়।

এই অধ্যায় স্পষ্ট করে দেয়: ভার্জিনিয়া বাড়ছে, কিন্তু সবার জন্য বাড়ছে না। আর যারা পিছনে পড়ে থাকে, তারা বেশিরভাগই সেই নারীরা, যারা ধরে রাখে, যত্ন নেয়, রক্ষা করে, অথচ কেউ তাদের রক্ষা করে না।

ওয়াশিংটন

ওয়াশিংটন একটা রাজ্য নয়: এটা নিখুঁত দৃশ্যপটের ছদ্মবেশে একটা ইঞ্জিন। যারা বাইরে থেকে দেখে, তারা দেখে সবুজ, বন, জল, আর ছবির

মতো স্কাইলাইন নিয়ে সিয়াটল। যারা ভেতর থেকে অনুভব করে, তারা জানে এখানে ক্ষমতা ঘোষণা করা হয় না: প্রয়োগ করা হয়।

এটা আমেরিকার হাতে গোনা কয়েকটি জায়গার একটি, যেখানে ক্ষমতা রাজনীতি থেকে আসে না, আসে প্রযুক্তি, সমন্বয়, পুঁজি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর পরিকাঠামো থেকে। Amazon, Microsoft, Boeing, প্রশান্ত মহাসাগরের বন্দর, বিশ্ববিদ্যালয়, বায়োটেকনোলজি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিশ্ববাণিজ্য। পশ্চিম উপকূল এখানে স্বপ্ন দেখে না: এখানে কাজটা করে ফেলে।

ওয়াশিংটন এমন এক রাজ্য, যেখানে:

– একটা অ্যালগরিদম একজন মেয়রের চেয়ে বেশি সিদ্ধান্ত নেয় – একটা গবেষণাগার গোটা একটা কাউন্টির চেয়ে বেশি টাকা নাড়ায় – একটা বন্দর একটা দেশকে থামিয়ে দিতে পারে – একটা স্টার্টআপ ভবিষ্যৎ বদলে দিতে পারে – একজন গবেষক বিশ্ববাজারকে প্রভাবিত করতে পারে – একজন ম্যানেজার দশটা দেশের শ্রমিকদের কাজের গতি বদলে দিতে পারে

এটাই ক্ষমতা। সেই ধরনের, যা টিভিতে দেখা যায় না। সেই ধরনের, যা শব্দ করে না। সেই ধরনের, যা নীরবে গড়ে আর ভাঙে।

এই দৃশ্যপটে নারীরা শুধু পার্শ্বচরিত্র নয়। তারাই কেন্দ্রীয় চাকা, মস্তিষ্ক, কৌশল, পরিচালনা, নির্ভেজাল নেতৃত্ব। আর তারা চড়া দাম দেয়: একাকিত্ব, বার্নআউট, অবিরাম চাপ, এমন কেরিয়ার যা তোমাকে গিলে খায়, এমন ব্যক্তিগত জীবন যা ভেঙে পড়ে যখন দুনিয়া ফলাফলে হাততালি দেয়। ওয়াশিংটন ভঙ্গুরদের ক্ষমা করে না। যারা গতি কমায়, তাদের জন্য অপেক্ষা করে না। যারা পড়ে যায়, তাদের রক্ষা করে না।

যারা শিখরে আছে, তারা এটা সবার চেয়ে ভালো জানে। যে কেউ ক্ষমতাকে কাছ থেকে দেখেছে — আর এখানে তোমার লাইনটা স্বাভাবিকভাবেই আসে — সে সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেলে দেখানো আর প্রভাবের তফাত।

কারণ খাঁটি ক্ষমতা মঞ্চসজ্জা নয়। এটা দায়িত্ব, ঝুঁকি, স্থিরতা, আর ভুলের কোনো জায়গা নেই।

এই হল ওয়াশিংটন: নারী-ক্ষমতার এক উচ্চচাপের গবেষণাগার, যেখানে যে নারীরা সত্যিই নেতৃত্ব দেয়, তাদের এ নিয়ে কথা বলার সময় নেই। তাদের এটা সামলাতে হয়।

আর এই অধ্যায় তাদের প্রতিকৃতি। বাইশটি শিল্প, দেখানোর জন্য যে কোনো বিরতি না-দেওয়া এক রাজ্যের শিখরে থাকার মানে কী।

প্রামাণিক টীকা

“বিল আর হিলারি ক্লিনটনের যুগে যে বছরগুলোয় আমি হোয়াইট হাউসে যাতায়াত করতাম — আর আমিই ছিলাম প্রথম কালারব্রী, যার সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়েছিল — তাঁরা আমাকে সবসময় ডাকতেন “মিস্টার ফ্রেগা”। অন্যরা, Gillette-এ আমার অতীতের জন্য, আমাকে চিনত “Balde-man” নামে। দুটো নাম, একই ওজন: নিখুঁততা, নির্ভরযোগ্যতা, আর ক্ষমতাকে কোনো ভয় না করা। কিছু কিছু ঘর একবার দেখে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় কে সত্যিই নির্দেশ দেয় আর কে শুধু অভিনয় করে।”

এলেনা – এআই রিসার্চ ডিরেক্টর (রেডমন্ড, 43 বছর)

বয়স

ক্ষমতা: অত্যন্ত উচ্চ দাম: তার ব্যক্তিগত জীবন এলেনা দুশো গবেষকের সমন্বয় করে। অ্যালগরিদম, নৈতিকতা, অর্থায়ন, ওয়াশিংটন ডিসি থেকে আসা চাপ। সে পণ্য উদ্ভাবন করে না: সে ভবিষ্যতের বাণিজ্যিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভিত তৈরি করে।

তার হাত অদৃশ্য, কিন্তু সর্বত্র উপস্থিত। একটা নীতির রেখা বদলালে গোটা একটা বাজার বদলে যায়।

সে দিনে 14 ঘণ্টা কাজ করে, কম ঘুমোয়, আর কখনও ভুল করে না।

ক্ষমতা, সত্যিকারের ক্ষমতা, তোমাকে স্বাধীনতা দেয় না। দেয় এমন দায়িত্ব, যা কোনো সাধারণ মানুষ বইতে পারে না।

সারা – ভিপি Amazon গ্লোবাল লজিস্টিকস (সিয়াটল, 46 বছর)

বয়স

ক্ষমতা: গ্রহজোড়া পরিচালন-নিয়ন্ত্রণ দাম: কোনো মানবিক ভারসাম্য নেই

হাজার হাজার মানুষ তার ওপর নির্ভর করে। বন্দর, বিমান, রোবোটিক হাব, বিতরণের অ্যালগরিদম। সে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে চোদ্দোটা দেশে ডেলিভারির সময় বদলে যায়।

তাকে বলে “যে নারী দুনিয়াকে নাড়ায়।” সে খুব একটা হাসে না। তার সময় নেই।

এখানে ক্ষমতা নির্মম: দুবার ভুল করা যায় না। কখনও কখনও একবারও না।

ক্লডিয়া – বায়োটেক সিইও (বেলভিউ, 39 বছর)

ক্ষমতা: জিনতত্ত্ব, বিনিয়োগকারী, উদ্ভাবনী গবেষণা দাম: অস্ত্রোপচারের মতো নিখুঁত একাকিত্ব ক্লডিয়া এমন একটা বায়োটেক কোম্পানি চালায়, যার মূল্য 100 কোটি ডলার। পরীক্ষামূলক চিকিৎসা বদলে দিতে পারে বিরল রোগের চিকিৎসার ধরন।

সে হারিয়েছে সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, জীবনের কিছু অংশ। পেয়েছে শুধু একটা জিনিস: এমন এক দৃষ্টি, যাকে সবাই ভয় পায় আর সম্মান করে।

ক্ষমতা মানে টাকা নয়। ক্ষমতা হল যখন দুনিয়া তোমার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকে।

তানিয়া – সিয়াটল বন্দরের ডিরেক্টর (50 বছর)

ক্ষমতা: বৈশ্বিক পরিকাঠামো দাম: অবিরাম চাপ

বন্দর কখনও ঘুমোয় না। সে-ও না।

কনটেইনার, নিরাপত্তা, চীনা, কোরীয় আর আমেরিকান কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্ক। এখানে ক্ষমতা জমকালো নয়: এটা বিশৃঙ্খলা সামলানো।

সে ভুল করলে গোটা একটা ধমনী থেমে যায়।

এটাই ছবি আর সারবস্তুর তফাত।

মেলিন্ডা ফ্রেঞ্চ গেটস – সাফাইকর্মী থেকে

বিশ্বক্ষমতায়

ক্ষমতা: স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সমতায় বৈশ্বিক প্রভাব। দাম: মানুষ থাকা না ছেড়েই একটা প্রতীক হয়ে ওঠা।

সত্যিটা, নান্দো, এই: মেলিন্ডা ক্ষমতার ঘরে জন্মাননি। তিনি ছোটখাটো কাজ করেছেন, সাফাইয়ের কাজও, ডিউকে পড়াশোনার খরচ জোগাতে। তাঁর পরিবার ছিল সাধারণ, শূন্য সম্পদ, ক্ষমতার জগতে শূন্য যোগাযোগ। সবকিছু জুড়েছে এভাবে: – একটা কঠিন ডিগ্রি – Microsoft-এ প্রথম চাকরি, যখন সেটা তখনও ছোট কোম্পানি – যোগ্যতার জোরে ভেতর থেকে উন্নতি – এক জনহিতৈষী দৃষ্টি, যা আজ শত শত কোটি নাড়ায়।

আজ তিনি বসেন সেই টেবিলে, যেখানে সিদ্ধান্ত হয়: – বিশ্বজুড়ে টিকাদান – নারীস্বাস্থ্যের নীতি – শিক্ষার অধিকার – কৌশলগত বিনিয়োগ – জাতিসংঘের কর্মসূচি।

সত্যিকারের ক্ষমতা। ক্যামেরার ঝলকানিতে যা দেখা যায়, সেটা নয়। সেই ক্ষমতা, যা জীবন বদলে দেয়।

আর ঠিক এই কারণেই তাঁর গল্প এত গুরুত্বপূর্ণ: কারণ তা শুরু হয় একেবারে নিচ থেকে আর ওঠে সেখানে, যেখানে দুনিয়ার খুব কম নারীই পৌঁছয়।

নাওমি – চিফ সিকিউরিটি অফিসার, বিগ টেক (সিয়াটল, 45

বছর বয়স

ক্ষমতা: বৈশ্বিক নিরাপত্তা, সাইবার গোয়েন্দাগিরি দাম: পেশাগত সন্দেহবাতিক

নাওমি কখনও সত্যিই ঘুমোয় না। সে পশ্চিম উপকূলের এক প্রযুক্তি-দানবের ডিজিটাল নিরাপত্তা চালায়। প্রোটোকল ঠিক করে, হামলা আগাম আঁচ করে, অনুপ্রবেশ আটকায়, সংকট সামলায়।

তার অধীনে ছশো জনের একটা দল। যেকোনো মিনিটে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে।

সত্যিকারের ক্ষমতা = এমন দায়িত্ব, যা তোমার হৃদয় ভেঙে দেয়। কারণ সে ভুল করলে ব্যাংক, হাসপাতাল আর সরকার ধীরে ধীরে থেমে যায়।

কেউ তাকে দেখে না। কিন্তু সে যে দুনিয়াকে রক্ষা করে, সেটা সবাই ব্যবহার করে।

জেনিফার – সিএফও Microsoft Cloud (রেডমন্ড, 51 বছর

বয়স

ক্ষমতা: বৈশ্বিক সংখ্যা, কৌশল, বিনিয়োগ দাম: মনের কোনো বিরাম নেই

সে শত শত কোটি সামলায়, যেন খাতার লাইন। সে সেই মানুষদের একজন, যারা শেয়ার, বাজার আর অংশীদারিত্ব নাড়াতে পারে।

তার এক হিংস্র ক্ষমতা আছে: অন্যদের আগে সে ঝুঁকি দেখতে পায়।

তাকে বলে “স্থির হাতের নারী।” তাকে ছাড়া গোটা ক্লাউড শিল্প আজকের মতো শক্তিশালী হত না।

দাম? এমন এক মস্তিষ্ক, যা কখনও থামে না। আর এমন এক শরীর, যা বছরের পর বছর ধরে বিশ্রাম ভিক্ষা করছে।

মেই লিং – Google Deep-mind এক্সিকিউটিভ (সিয়াটল

হাব, 38 বছর)

ক্ষমতা: অগ্রসর এআই গবেষণা দাম: অভিজাতদের মধ্যেও বিচ্ছিন্নতা

মেই লিং এক বিস্ময়-প্রতিভা, কিন্তু এর দাম তাকে দিতে হয়। শৈশবের জিনিয়াস, MIT-র স্নাতক, তারপর অগ্রসর এআই। এখন সে এই শিল্পের সবচেয়ে ভয় পাওয়া আর সম্মানিত দলগুলোর একটার নেতৃত্বে।

সে দুনিয়াকে দেখে এক অগ্রসর অ্যালগরিদমের মতো: গতি, নির্ভুলতা, দৃষ্টি।

কিন্তু তার সামাজিক জীবন এক মরুভূমি। তার একাকিত্ব তার প্রতিভার সমানুপাতিক। ক্ষমতা গড়ে, কিন্তু আলাদা করে দেয়। ইসাবেল – Gates Foundation-এর অপারেশনস ডিরেক্টর (সিয়াটল, 47 বছর) ক্ষমতা: বৈশ্বিক প্রভাব দাম: জমে যাওয়া আবেগ ইসাবেল বেশি কথা বলে না। সে সংগঠিত করে। হিসেব কষে। হাসপাতাল, টিকা, স্কুল আর নারীদের কর্মসূচিতে তহবিল বণ্টন করে। তার মুখ চেনা নয়। সে শত শত কোটি ডলারের পেছনের লজিস্টিক মস্তিষ্ক। সরকার, এনজিও, বিজ্ঞানী, মন্ত্রীদের সঙ্গে কাজ করে। এই স্তরে থাকলে তোমার কোনো বন্ধু থাকে না, থাকে শুধু ফাইল। আত্মরক্ষার জন্য তার মানবিকতা লুকোনো থাকে। কার্লা – কোস্ট গার্ড কমান্ডার PNW (ট্যাকোমা, 44

বছর বয়স

ক্ষমতা: সমুদ্র, উদ্ধার, ফেডারেল অভিযান দাম: ক্ষয়ে যাওয়া শরীর কার্লা এমন দল পরিচালনা করে, যারা ঝড়, জাহাজ, অবৈধ পাচার, জরুরি অবস্থার মুখোমুখি হয়। সে ইম্পাতের নারী, এমনকি সেই পুরুষরাও তাকে সম্মান করে, যারা কাউকে সম্মান করে না। সে প্রাণ বাঁচিয়েছে, পরিবেশ-বিপর্যয় সামলেছে, উত্তাল সমুদ্রে রাতের অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছে। এখানে ক্ষমতা শারীরিক। নোংরা। সত্যি।

দাম? তার শরীর অদৃশ্য ক্ষতচিহ্নে ঢাকা।

আন্দ্রেয়া – চিফ ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসার Boeing

Aeronautica (এভারেট, 49 বছর)

ক্ষমতা: বিশ্বের বিমান চলাচল দাম: লক্ষ লক্ষ মানুষের নিরাপত্তা নিজের কাঁধে বয়ে বেড়ানো

আন্দ্রেয়া বিমানের নকশা-সমাধান তৈরি করে। সে যখন কোনো যন্ত্রাংশে সই করে, সেই যন্ত্রাংশ গোটা গ্রহের ওপর দিয়ে ওড়ে। ওই মাপের ইঞ্জিনিয়ারিং দলের নেতৃত্ব দেওয়া হাতে গোনা নারীদের সে একজন।

তার এমন এক কর্তৃত্ব আছে, যা চিৎকার করে না। এমন এক দৃষ্টি, যা মূল্যায়ন করে, দ্বিধা করে না। তার স্নায়ু এমন একজনের, যে একটা স্ক্রুও ভুল করতে পারে না।

দাম? সেই অবিরাম, নীরব ভয়, যা শুধু দায়িত্বে থাকা মানুষরাই চেনে।

সোফিয়া – ইমার্জেন্সি বিভাগের ডিরেক্টর, UW

Medical (সিয়াটল, 52 বছর)

ক্ষমতা: সত্যিকারের স্বাস্থ্যসেবা, এমন সিদ্ধান্ত যা প্রাণ বাঁচায় বা শেষ করে দেয় দাম: ক্ষয়ে যাওয়া আত্মা

সোফিয়াই সেই মানুষ, যে বিশৃঙ্খলা ফেটে পড়লে একটা হাসপাতাল চালু রাখে। সে সৌন্দর্যচর্চার চিকিৎসায় কাজ করে না। সে কাজ করে সেখানে, যেখানে রক্ত, ওভারডোজ, দুর্ঘটনা, মানসিক সংকট আর চরম দারিদ্র্য দেখা দেয়।

এখানে ক্ষমতা নির্মম: সিদ্ধান্ত এখনই, কাল নয়। আর সে সিদ্ধান্ত নেয়। প্রতিদিন। কুড়ি বছর ধরে।

দাম? কোনো কিছুই আর তাকে অবাক করে না। আর একজন মানুষের পক্ষে সেটা বড় দামি।

হারুনি – ট্যাকোমা বন্দরের নিরাপত্তা ও

বাণিজ্য বিভাগের ডিরেক্টর (45 বছর)

ক্ষমতা: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও নিরাপত্তা দাম: অবিরাম ভূরাজনৈতিক চাপের মধ্যে বাঁচা

হারুনি সেই নারী, যে কথা বলে: – FBI – নৌবাহিনী – জাপানি কোম্পানি – কোরীয় কোম্পানি – অভ্যন্তরীণ সমন্বয় – ফেডারেল সংস্থা।

সে বৈধ চলাচল, তল্লাশি, জাহাজের নিরাপত্তা আর আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা সামলায়। পশ্চিম উপকূলকে ধরে রাখা শৃঙ্খলের একটা অংশ সে নিয়ন্ত্রণ করে।

দাম? কোনো রাতই শান্ত নয়। যে জাহাজই ঢোকে, তা এক ব্যক্তিগত দায়িত্ব।

ঝেন – শত শত কোটি ডলারের এক ফিনটেক

প্ল্যাটফর্মের সিটিও (বেলভিউ, 36 বছর)

ক্ষমতা: সত্যিকারের টাকা, লেনদেন, এমন ব্যবস্থা যা ভেঙে পড়তে পারে না দাম: এমন নৈতিকতা, যার ভার টাকার চেয়েও বেশি

“প্রযুক্তিতে নারী” নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার গল্পের জন্য ঝেনের সময় নেই। সে নিজেই প্রযুক্তি।

সে ঝুঁকিহীন আর্থিক ব্যবস্থা সামলায়। প্রতি মিনিটে লক্ষ লক্ষ ডলার নাড়ায়। তার এমন প্রযুক্তিগত ক্ষমতা আছে, যা নির্বাহী নেতৃত্বকেও ছাপিয়ে যায়। তাকে বলে “নীরব আঘাত”: সে কথা বললে সিদ্ধান্ত বদলে যায়।

দাম? এমন এক নৈতিকতা, যাকে প্রতিদিন অন্যদের আপসের হাত থেকে রক্ষা করতে হয়।

মিরিয়াম – ডিজিটাল ক্রাইমস ইউনিটের প্রধান, ওয়াশিংটন

স্টেট প্যাট্রোল (বয়স 40)

ক্ষমতা: অদৃশ্য তদন্ত দাম: প্রতিদিন মানুষের অন্ধকার দেখা

মিরিয়াম এমন একটা ইউনিটের নেতৃত্ব দেয়, যার কথা কেউ জানে না, কিন্তু সবাই ভয় পায়। সাইবার অপরাধ, শিশু যৌন নির্যাতন,

আন্তর্জাতিক জালিয়াতি, ডিজিটাল সহিংসতা, চুরি যাওয়া পরিচয়। সে-ই ব্যবস্থার ভেতরে ঢোকে, খুঁজে বের করে, উদ্ধার করে, ভেঙে দেয়।

সত্যিকারের পরিচালন-ক্ষমতা। জমকালো নয়। প্রয়োজনীয়।

দাম? তার মন এমন সব যুদ্ধ লড়ে, যা কারও দেখা উচিত নয়।

লায়লা – গ্লোবাল ক্লাউড ও এআই কৌশলের ডিরেক্টর

(সিয়াটল, 48 বছর)

ক্ষমতা: ভবিষ্যতের প্রযুক্তিগত নিয়ম ঠিক করে দাম: অবিরাম মানসিক যুদ্ধের মধ্যে বাঁচা

লায়লা ম্যানেজার নয়। সে এক ডিজিটাল ইকোসিস্টেমের স্থপতি। সরকার, বহুজাতিক সংস্থা আর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথা বলে। এমন নীতি লেখে, যা হয়ে উঠবে বৈশ্বিক মানদণ্ড। তার অফিস হ্রদের দিকে মুখ করা, কিন্তু তার মন বাস করে অন্য গ্রহে। সত্যিকারের ক্ষমতা এটাই: দুনিয়া কোথায় যাচ্ছে তা বোঝার আগেই পথটা ঠিক করে ফেলা।

দাম? কোনো বিরতি নেই। কোনো “পরে” নেই। কোনো স্বাভাবিকতা নেই।

র্যাচেল – স্পেস ম্যানুফ্যাকচারিং অপারেশনস ম্যানেজার

(কেন্ট, 44 বছর) ক্ষমতা: বেসরকারি মহাকাশ শিল্প দাম: পৃথিবীর জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ হারানো

র্যাচেল এমন একটা কোম্পানির কাজকর্মের নেতৃত্ব দেয়, যা কক্ষপথের যানের যন্ত্রাংশ তৈরি করে: উপগ্রহ, মডিউল, সেন্সর।

কিছু কাজ না করলে, তাকে রাত তিনটেয় ফোন করে। সব ঠিকঠাক চললে, কেউ তার নামও নেয় না।

মহাকাশে ক্ষমতা নিষ্ঠুর: একটা ভুল এক সেকেন্ডে 40 কোটি ডলার পুড়িয়ে দেয়।

সে এটা জানে। আর প্রতিদিন সেই কিনারায় বাঁচে।

নূর – রাজ্যের জ্বালানি নীতি

বিভাগের ডিরেক্টর (অলিম্পিয়া, 51 বছর) ক্ষমতা: গোটা একটা রাজ্যের জ্বালানির ভাগ্য ঠিক করে। দাম: সব চাপ-গোষ্ঠীর ঘৃণার পাত্র হওয়া।

নূর সেই নারী, যে এমন নথিতে সই করে, যা বদলে দেয় জলবায়ু, পরিবহন, বিলের দাম, শিল্পের জীবন।

পরিবেশবাদীরা তাকে বড্ড ধীর মনে করে। শিল্পমহল মনে করে বড্ড কঠোর। রাজনীতিবিদরা তাকে ভয় পায়, কারণ বিষয়গুলো সে তাদের চেয়ে ভালো জানে। উচ্চস্তরের আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতা মিডিয়ার কাছে অদৃশ্য, কিন্তু সব সিদ্ধান্ত হয় সেখানেই।

নূর নির্দেশ দেয় এমনভাবে, যেন দিচ্ছেই না। দাম? নিখুঁত নিশানা হয়ে ওঠা।

হেলেনা – রাজ্য সরকারের ডিজিটাল

অপারেশনসের প্রধান (অলিম্পিয়া, 46 বছর)

ক্ষমতা: পরিকাঠামো, তথ্য, জনপরিষেবা দাম: বড্ড ছোট একটা দল নিয়ে গোটা একটা রাজ্যকে রক্ষা করতে হওয়া

হেলেনা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাগুলোর সমন্বয় করে: ডিজিটাল পরিচয়, পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য পরিষেবা, স্কুলের নেটওয়ার্ক, জরুরি অবস্থা।

সে জানে, তার ব্যবস্থায় একটা হামলা মানে লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য বিশৃঙ্খলা। তার ফোন কখনও বন্ধ হয় না। কখনও না।

সে এমন এক নারী, যে কাজ করে “ক্ষমতার ধূসর দিকে”: রাজনৈতিকও নয়, বেসরকারিও নয়। সেই দিক, যা কেউ দেখে না, কিন্তু যার ওপর সবকিছু নির্ভর করে।

দাম? অনিশ্চয়তার এক অবিরাম অনুভূতি।

ডানা – সিনিয়র ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট, 300 কোটি ডলার

পরিচালনায় (সিয়াটল, 42 বছর)

ক্ষমতা: স্টার্টআপের দুনিয়ায় কে বাঁচবে আর কে মরবে, সে ঠিক করে
দাম: এমন এক যন্ত্র হয়ে ওঠা, যে অনুভব করে কম আর মূল্যায়ন করে
বড্ড বেশি

ডানা প্রযুক্তি কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে। একটা প্রকল্প ধ্বংস করতে
তার শুধু "না" বলাই যথেষ্ট। পঞ্চাশটা চাকরি তৈরি করতে শুধু "হ্যাঁ"
বলাই যথেষ্ট। তার আছে অস্ত্রোপচারের মতো ঠান্ডা মাথা, যে প্রতিভা
দেখে আর আবেগ ছাড়াই তার মূল্যায়ন করে। সে উদ্যোক্তা-
রোমান্টিকতার ঠিক বিপরীত।

পুঁজির ক্ষমতা সহজ: যার টাকা আছে, সে-ই অন্যদের ভবিষ্যৎ শাসন
করে।

সে এটা করে না কেঁপে। দাম? আবেগ অফিসের বাইরে থাকে। সবসময়।

উপসংহার — ওয়াশিংটন

ওয়াশিংটন এমন এক রাজ্য, যা শুধু চলে না: নির্দেশ দেয়। আর তা করে
স্লোগান বা সম্মেলন দিয়ে নয়, সেই হাত দিয়ে, যা প্রযুক্তি, সমন্বয়,
গবেষণা আর পরিকাঠামো নাড়ায়। আর এই ব্যবস্থার ভেতরে নারীরা
জায়গা চায় না: তারা নিয়ে নেয়।

তরাই চালায় অ্যালগরিদম, হাসপাতাল, বন্দর, জ্বালানি, মহাকাশ,
নিরাপত্তা, পুঁজি। নিজেদের নিয়ে কথা বলার সময় তাদের নেই, পছন্দের
পাত্র হওয়ারও কোনো আগ্রহ নেই।

তাদের ক্ষমতা কোলাহলের নয়। এটা কাঠামোগত। লুকিয়ে আছে কোড,
চুক্তি, মানদণ্ড আর প্রোটোকলে। এটা সেই ক্ষমতা, যা ছবি না তুলিয়েই
সিদ্ধান্ত নেয়।

ওয়াশিংটন কোনো নরম রাজ্য নয়। এটা এক জটিল যন্ত্র, যা তাদের গ্রাস
করে, যারা সামলাতে পারে না। আর যে নারীরা সেই উচ্চতায় টিকে
থাকে, তারা প্রতীক নয়। তারা স্তম্ভ।

এই অধ্যায় তা দেখায়: সত্যিকারের ক্ষমতা আছে, আর এখানে তার মুখ
নারীর।

ভাবনা — ওয়াশিংটন

ওয়াশিংটনে নারীর ক্ষমতা দয়া থেকে আসে না, আসে দক্ষতা থেকে। এটা আসে না “নারীদের কণ্ঠ দেওয়া” থেকে, আসে এই সত্য থেকে যে এখানে অনেক নারীর এমন মস্তিষ্ক আছে, যা গোটা গোটা খাতকে সরিয়ে দিতে পারে।

ওয়াশিংটন এমন এক রাজ্য, যেখানে গুরুত্ব পায় তুমি কী করতে পারো, তুমি নিজেকে কী বলো তা নয়। আর যে নারীরা এই পরিবেশে আধিপত্য করে, তারা অত্যন্ত চড়া দাম দেয়: একাকিত্ব, অতিরিক্ত পারফরম্যান্স, বন্ধনীর ভেতরে ছোট হয়ে আসা ব্যক্তিগত জীবন, আবেগের ওপর নয়, ফলাফলের ওপর গড়া পরিচয়।

ক্ষমতা, খাঁটি ক্ষমতা, কোনো পুরস্কার নয়। এটা একটা বোঝা। আর যারা সত্যিই তা বয়, তারা অভিযোগ করে না। তারা বয়ে চলে। আর প্রতিদিন দাম দেয় দেখানো আর গুরুত্বের তফাতের জন্য।

এই রাজ্যে “প্রায়”-এর কোনো জায়গা নেই। হয় তুমি সমানে-সমানে টিকে থাকো, নয়তো ওরা তোমাকে গ্রাস করে।

ওয়াশিংটনের নারীরা সমানে-সমানে। আর প্রায়ই ছাপিয়ে যায়।

লেখকের চিঠি

আমি ক্ষমতাকে কাছ থেকে দেখেছি, এমনকি একদিন যে তা নিয়ে লিখব, সেটা বোঝার আগেই। হোয়াইট হাউসে, যখন বিল আর হিলারি ক্লিনটন ছিলেন দুনিয়ার কেন্দ্রে, তাঁরা আমাকে ডাকতেন “মিস্টার ফ্রেগা।” তাঁদের দেখা প্রথম কালারীয়। অন্যরা, Gillette-এ আমার অতীতের জন্য, আমাকে ডাকত “Balde-man”: একজন কাটিয়ে, একজন নিখুঁত-করিয়ে, এমন একজন মানুষ, যে কখনও একটা লাইনও ফসকায় না।

তারপর থেকে ক্ষমতা আমাকে আর মুগ্ধ করে না। আমি তাকে চিনি। মাপি। জানি কখন তা সত্যি আর কখন শুধু থিয়েটার। ওয়াশিংটনে থিয়েটার অচল। এখানে ক্ষমতা বন্দরের ইস্পাতের মতো বাস্তব,

সার্ভারের মতো দ্রুত, ভুলভাবে মাপা অ্যালগরিদমের মতো ভঙ্গুর, এমন সিদ্ধান্তের মতো দামি, যা ফেরানো যায় না।

আর যে নারীরা তা কাঁধে বয়, তারা একটা সহজ কথা মনে রাখে: ক্ষমতা কোনো বিশেষাধিকার নয়। এটা দায়িত্ব। আর যাদের সত্যিই তা আছে, তারা বলে না: দেখায়।

ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া

ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া আমেরিকার সবচেয়ে ক্ষতবিক্ষত জায়গাগুলোর একটি। এটা পাহাড়, খনি, ওপিওয়েড, বেকারত্ব, বিচ্ছিন্ন গির্জা, ভঙ্গুর স্কুল, ভাঙা পরিবার। এটা সেই রাজ্যগুলোর একটি, যা সব হারিয়েছে: শিল্প, তরুণ প্রজন্ম, স্বাস্থ্য, আস্থা।

এখানে নারী বাঁচে না: সে ধ্বংসস্তূপ ধরে রাখে।

বন্ধ খনির নারী - 53 বছর

গোটা গোটা শহর বাঁচত কয়লার ওপর। তারপর সব বন্ধ করে দেওয়া হল। মানুষ থেকে গেল, কাজ থাকল না।

লিন্ডা ছিল এক খনিশ্রমিকের স্ত্রী। এখন তার আছে দুটো ছোট কাজ, ফুসফুসের রোগে ভোগা এক স্বামী, আর এক ছেলে, যে মারা গেছে।

তার অনুপস্থিতি শিল্পগত: রাষ্ট্র গোটা খাতটাকেই পরিত্যাগ করেছে আর যা বাকি থাকে তা কুড়োনের ভার নারীদের ওপর ছেড়ে দিয়েছে।

ওপিওয়েড সংকটের নারী - 37 বছর

ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া আমেরিকার ওপিওয়েড-বিপর্যয়ের কেন্দ্রবিন্দু। এমিলি তার বোনকে হারিয়েছে, তার ভাই সেরে ওঠার পথে, আর তার স্বামী আসক্তি আর সুস্থতার মাঝে ছিঁড়ে যাচ্ছে।

সে একটা কমিউনিটি সেন্টারে কাজ করে, প্রতিদিন দেখে সেই সব, যা দেশের বাকিটা উপেক্ষা করে।

তার অনুপস্থিতি একই সঙ্গে চিকিৎসাগত ও রাজনৈতিক: সে এমন এক ব্যবস্থার শিকার, যা একটা গোটা প্রজন্মকে ধ্বংস করেছে।

গভীর অ্যাপালাচিয়ার নারী – 44 বছর

বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া পাহাড়, আলোহীন রাস্তা, অসম্ভব দূরত্ব।

ক্যারেন থাকে সাতশো মানুষের এক গ্রামে। স্কুল দরিদ্র, স্বাস্থ্যসেবা অনেক দূরে, অর্থনীতি স্থবির।

তার জীবন দৃশ্যপটের মতোই স্থির। আর কেউ তাকে দেখে না।

তার অনুপস্থিতি ভৌগোলিক।

যে নারী পড়ায় সেখানে, যেখানে কেউ চায় না – 29

বছর বয়স

এখানে তরুণ শিক্ষক ভীষণ বিরল। মেগান থেকে গেছে, কারণ আর কেউ থাকতে চায়নি।

তার ক্লাসে আঘাতপ্রাপ্ত শিশু, ভঙ্গুর পরিবার, আর শূন্য সম্পদ। এটা নির্ভেজাল সাহস, কিন্তু ব্যবস্থা তাকে পুরস্কৃত করে না।

তার অনুপস্থিতি প্রাতিষ্ঠানিক: রাষ্ট্র তার কাছে সবকিছু চায় আর বিনিময়ে কিছুই দেয় না।

উপসংহার – ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া

ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া এক নিষ্ঠুর স্মারক: একটা অর্থনীতি পড়ে গেলে গোটা একটা সমাজ পড়ে যায়।

নারীই থেকে গেছে একমাত্র স্তম্ভ। কিন্তু একটা পাহাড় ধরে রাখতে একটা স্তম্ভ যথেষ্ট নয়।

ভাবনা – ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া

এখানে নারীদের অনুপস্থিতি জন্মায় পরিত্যাগ থেকে। আর কোনো জায়গাকে এভাবে পচতে ফেলে রাখা হয়নি। আর সবচেয়ে চড়া দাম দেয়

নারীরা: যত্ন, টিকে থাকা, নীরবতা, খাঁচার মতো চেপে ধরা ঐতিহ্য।

এখানে প্রতিরোধ কোনো গুণ নয়। এটা প্রয়োজন।

উইসকনসিন

উইসকনসিন এক ভৌগোলিক ও আবেগের প্যারাডক্স: কৃষি আর শিল্পের রাজ্য, কঠোর আর কোমল, বিস্তীর্ণ আর দমবন্ধ করা। বিয়ার, দুধ, কারখানা, বন, জমে যাওয়া হ্রদ। ধনী বিশ্ববিদ্যালয়, ফাঁকা গ্রামাঞ্চল, শ্বাস নিতে হাঁসফাঁস করা শহর। এখানে নারীরা হারিয়ে যায় না, তাদের স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়, যেন টিকে থাকার বোঝা জন্মের চুক্তিতেই লেখা ছিল।

দুধের খামারের নারী - 45 বছর

উইসকনসিন মানে দুধ। কিন্তু প্রতিটি গ্যালনের পেছনে আছে নুয়ে পড়া পিঠ, চিৎকার করা হাঁটু, এমন জীবন যা দশকের পর দশক একটা রবিবারও পায়নি।

সারা ভোর 4:00-য় ওঠে। গুণের জন্য নয়: প্রয়োজনে। দোয়াতে হবে গরু, এমন যন্ত্র যা ভুল ক্ষমা করে না, শেষ না হওয়া আমলাতন্ত্র, বরফ যা রাস্তা আর আশাবাদ দুটোই মুছে দেয়। কৃষি যখন আর জীবিকা না থেকে এক প্রাণঘাতী লটারি হয়ে উঠল, অনেক পুরুষ ভেঙে পড়ল। আর নারীরা? তারা হাল ধরল, কখনও ক্যাপ্টেন উপাধি না পেয়েই।

সারার অনুপস্থিতি কৃষিগত, ব্যবস্থাগত আর নিষ্ঠুর।

সে সব করে। পারিবারিক ব্যবসাকে ভাসিয়ে রাখে। তবু সমাজের চোখে তার অস্তিত্ব নেই, সে এক ভূত, যে আয় তৈরি করে।

মিলওয়াকির নারী - 34 বছর

মিলওয়াকি এক খোলা ক্ষত: কঠোর, অসম, স্তরে স্তরে ভাগ করা শহর। আকাশছোঁয়া দারিদ্র্যের হার, পরিত্যক্ত স্কুল, অমানবিক সহিংসতা।

জ্যাসমিন কাজ করে এমন একটা স্কুলে, যেখানে শিক্ষক নেই, তহবিল নেই, ভবিষ্যৎ নেই। তার দুই সন্তান আর এক সঙ্গী, যে কেবল তখনই থাকে, যখন তাকে দরকার নেই। প্রতি সকালে সে এমন সব পাড়ার মধ্য দিয়ে যায়, যেখানে কেউ স্বপ্নের কথা বলে না: এখানে মন থাকে সপ্তাহটা টিকে যাওয়ার দিকে।

তার অনুপস্থিতি শহরে।

শহর তাকে ব্যবহার করে আর ক্ষয় করে। তাকে বলে “শক্ত”, প্রশংসার ছদ্মবেশে এক অপমান।

কারখানার নারী – 51 বছর

উইসকনসিনের শিল্প আর সেই শিল্প নেই, যা একসময় স্থিতি আর অবসরের প্রতিশ্রুতি দিত। আজ এটা এক রুলেট খেলা: দীর্ঘতর শিফট, বাধ্যতামূলক ওভারটাইম, আর মজুরি কমছে যখন জীবনযাত্রার খরচ বাড়ছে।

মারিয়া উৎপাদন-লাইনের পুরনো কর্মী: ক্ষয়ে যাওয়া কবজি, বিপর্যস্ত পিঠ, শূন্য অবকাশ। সে একই ভঙ্গি হাজার হাজার বার করে, যেন তার শরীর বদলে ফেলা যায় এমন এক যন্ত্র।

তার অনুপস্থিতি শিল্পগত।

এটা শ্রমিকের সেই অদৃশ্যতা, যা সবকিছু সচল রাখে, অথচ সরকারি ভাষণে কেউ তার নাম নেয় না।

শীতল উত্তরের নারী – 57 বছর

উত্তর উইসকনসিন আরেকটা গ্রহ: অন্তহীন বন, কয়েক মিটার বরফের নিচে স্থির হ্রদ, এমন একাকিত্ব যা তোমার অনুমতি চায় না।

ক্যারেন থাকে সুপিরিয়রের কাছে একটা কেবিনে। বরফ থাকে আধা বছর। দূরত্ব এক শাস্তি: ফাঁকা রাস্তার মাইলের পর মাইল সবকিছুকে সভ্যতা থেকে আলাদা করে রাখে। এখানে নারীরা হারিয়ে যায় না: তারা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়, ঠান্ডায় বাষ্পের মতো।

তার অনুপস্থিতি জলবায়ুগত ও ভৌগোলিক।

কেউ তাকে দেখে না, কারণ কেউ সেখানে পৌঁছয় না।

উপসংহার – উইসকনসিন

রাজ্য চলে। কারখানা চলে। খামার উৎপাদন করে। শহরগুলো ধাক্কা সয়ে নেয়। আর সবসময়, এই নড়বড়ে ভারসাম্যের প্রতিটি টুকরোর পেছনে থাকে এক নারী, যে নোংরা, নীরব কাজটা করে।

কিন্তু কেউ সেটা বলে না। কোনো বিদ্বেষ থেকে নয়। কারণ এভাবেই সুবিধা বেশি।

ভাবনা – উইসকনসিন

এখানে অনুপস্থিতি জন্মায় এক বিষাক্ত মতবাদ থেকে: “মিডওয়েস্টের নারী স্বভাবতই শক্ত।” যারা সেই শক্তির দাম দেখতে চায় না, তাদের জন্য এক সুবিধাজনক গল্প। এটা গুণ নয়। এটা জন্মগত প্রতিভা নয়। এটা নৈতিক কর্তব্যের ছদ্মবেশে টিকে থাকা।

আর টিকে থাকা যখন অভ্যাস হয়ে যায়, জীবন আর জীবন থাকে না।

ওয়াইওমিং

ওয়াইওমিং এক নিঃশ্বাস নেওয়া শূন্যতা। খাঁজকাটা পাহাড়, অন্তহীন প্রেইরি, কখনও না-খামা বাতাস, অবাধে ঘুরে বেড়ানো ঘোড়া, তেলের কূপ, ট্রাক, কয়লা আর দূরত্বের দেশ। এখানে স্থান কোনো ধারণা নয়: এটা এক শক্তি, যা তোমাকে গড়ে তোলে।

এটা আমেরিকার সবচেয়ে কম জনবসতির রাজ্য। আর নারীদের পক্ষে সবচেয়ে বৈরী রাজ্যগুলোর একটি। কারণ এখানে জীবন নিয়ে আলোচনা হয় না: তার মুখোমুখি হতে হয়। এটা শারীরিক, প্রতিদিনের, পুরোপুরি। আর নিজে যা গড়ে নাও, তার বাইরে কোনো সুরক্ষা নেই।

র‍্যাঞ্জে নারী - 49 বছর

কিম থাকে একটা কাউন্টির সমান বড় এক র‍্যাঞ্জে। তার দিনগুলো জরুরি অবস্থার ঘূর্ণি: জিন, পশু, রাত তিনটেয় বাচ্চা প্রসব, বাতাসে ছিঁড়ে যাওয়া বেড়া, শিকারি জন্তু, হাঁটু-সমান বরফ।

সে কি পুরুষের মতো কাজ করে? না। সে বেশিরভাগ পুরুষের চেয়ে বেশি খাটে। কারণ ওরা যখন একবার ভেঙে পড়ে লুটিয়ে যায়, সে দশবার ভাঙে আর চলতে থাকে।

কিন্তু দুনিয়ার চোখে সে মানুষ নয়: সে এক কৃষি-কাজ, সম্পত্তির এক পরিচালন-উপাদান, এক স্বতঃসিদ্ধ উপস্থিতি।

তার অনুপস্থিতি কৃষিগত, কাঠামোগত, স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া।

তেল ও গ্যাসের নারী - 37 বছর

অ্যালেক্স ডুবে আছে আমেরিকান জ্বালানির কোমল নরকে। অসম্ভব শিফট, প্রাণঘাতী ঠান্ডা, পুরুষ-শাসিত পরিবেশ, যেখানে রসিকতা ব্লেডের চেয়েও বেশি কাটে। সে দক্ষ, স্থির মাথার, প্রস্তুত। যারা তার চেয়ে বেশি রোজগার করে, তাদের অনেকের চেয়ে অনেক বেশি। সম্মান তার কাছে আসে কিস্তিতে, যেন দয়া। বাকিটা নীরবতা, কটাক্ষ আর পরিশ্রম। পেশাগত, শারীরিক আর মানসিক।

তার অনুপস্থিতি শিল্পগত ও লিঙ্গগত:

সে অদৃশ্য নয় অক্ষম বলে, বরং এমন এক জায়গায় বড্ড বেশি দক্ষ বলে, যে জায়গা তাকে মেনে নিতে চায় না।

ছোট শহরের নারী - 55 বছর

এখানে শহরগুলো শহর নয়: দুশো-তিনশো বাসিন্দার প্রতিরোধ-কেন্দ্র। একটা গির্জা, একটা দোকান, দুটো রাস্তা, এক খণ্ডকালীন শেরিফ।

লিন্ডা সেই সব করে, যা সমাজটাকে ভাসিয়ে রাখে: ব্যাংকের কাজ, ওষুধ, স্বৈচ্ছাসেবা, বয়স্কদের বাজার, বাচ্চা দেখা, জরুরি অবস্থা, কমিটি, শেষকৃত্য, সহায়তা, উপস্থিতি।

সে সেই মানবিক যন্ত্র, যা ক্ষুদ্র সমাজগুলোকে ভেঙে পড়া থেকে বাঁচায়।

তবু কেউ তাকে দেখে না। তার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ংক্রিয়, যেন
ম্যানুয়ালে লেখা একটা ভূমিকা।

তার অনুপস্থিতি নাগরিক: মৌলিক, কিন্তু অস্বীকৃত।

জাতীয় উদ্যানের নারী – 32 বছর

ইয়েলোস্টোন, গ্র্যান্ড টেটন, এমন সব ভূখণ্ড, যা সবাই ভাবে চেনে, কিন্তু
কেউ সত্যিই চেনে না।

সে রেঞ্জার, গাইড, জীববিজ্ঞানী, বিশ্লেষণী মানুষ। পশুরা আসার আগেই
সে তাদের শব্দ শুনতে পায়। পায়ের ছাপ, ভূমি আর জরুরি অবস্থা
পড়তে পারে। দৃশ্যপটের ওপর তার সত্যিকারের ক্ষমতা আছে, কিন্তু
কোনো সমাজ নেই। সে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচে, যেন এক অদৃশ্য সীমান্তে বাস
করে: সভ্যতার অংশ মনে করার পক্ষে বড্ড বেশি প্রকৃতি, ভঙ্গুর হওয়ার
অনুমতি নেওয়ার পক্ষে বড্ড বেশি দায়িত্ব।

তার অনুপস্থিতি পেশাগত ও ভৌগোলিক:

সে আছে, নির্ণায়ক, কিন্তু সবকিছু থেকে দূরে।

উপসংহার – ওয়াইওমিং

ওয়াইওমিং হিংস্রভাবে সুন্দর, শ্বাসরুদ্ধকর সুন্দর, আর প্রাণঘাতী রকমের
কঠোর।

এখানে নারীদের উপেক্ষা করা হয় না: দৃশ্যপট তাদের শুষ্ক নেয়।

বাতাস তাদের টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে নিয়ে যায়, দূরত্ব তাদের
নিঃশেষ করে, একাকিত্ব তাদের খোদাই করে আগ্নেয় পাথরের মতো।
আর শেষে তারা আর জানে না নারী কোথায় শুরু আর ভূখণ্ড কোথায়
শেষ।

ভাবনা - ওয়াইওমিং

এখানে নারীর অনুপস্থিতি জন্মায় প্রকৃতি থেকেই: স্থান, ঠান্ডা, নীরবতা, বিচ্ছিন্নতা।

নারী ভূখণ্ডের অংশ হয়ে যায়, যেন তার অধিকার, সুরক্ষা, সহায়তার জাল বা সমাজের কোনো দরকার নেই।

কিন্তু সত্যিটা ঠিক উল্টো। ঠিক এই কারণেই যে সে আমেরিকার সবচেয়ে কঠোর অংশে বাঁচে, অন্যদের চেয়ে তার বেশি সুরক্ষা দরকার।

আর তার বদলে, তার কাছে চাওয়া হয় পাথর হয়ে যেতে। দৃশ্যপট হয়ে যেতে। কোনো শব্দ না করে মিলিয়ে যেতে।

Ferdinando Frega